চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২১ বৈশাখ – ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১ ঃ ৪ মে – ১০ মে, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 27, 4 May - 10 May, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেশ কয়েকদিন রায়দান স্থগিত রাখার অবশেষে

১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাট স্লিপ গোনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। তবে আরও স্বচ্ছতার কারণে তথ্য সংরক্ষণের বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলি মানতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

রবিবার : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতের অনুমতি নিয়ে

প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হল সুজয় ভদ্র বা কালীঘাটের কাকু, অয়ন শীল, শান্তনু বন্দোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষকে।

সোমবার : ভোট মিটতে না মিটতেই ফের অশান্তি শুরু

মণিপুরে। গত রবিবার দুই জওয়ানের মৃত্যুর পর বন্দুকধারীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারা গিয়েছে ১জন, আহত হয়েছে ৩জন। সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ নেই।

মঙ্গলবার : এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতির জেরে হাই কোর্টের

পুরো প্যানেল বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রীম কোর্ট। তবে রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতদেশ জারি হয়েছে। ফের শুনানী আগামী সোমবার।

বুধবার : কলকাতায় পারদ ছুঁলো ৪৩ ডিগ্রি। ৭০ বছরে এপ্রিলে

এত তীব্র গরম দেখেনি কলকাতা। মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডায় তাপমাত্রা উঠেছে ৪৭ ডিগ্রির উপর। দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য অংশে ৪৪–এর কম নয়।

বৃহস্পতিবার : কাঠগড়ায় উঠেছে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা।

চাকরি গিয়েছে ২৫৭৫৩ জনের। এবার পালা ২০২০–র। দ্বিতীয় হয়েও চাকরি না পেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছেন সাঁওতালি ভাষার এক শিক্ষিকা প্রার্থী।

শুক্রবার : গত ১৩ এপ্রিল হাইকোর্ট সন্দেশখালি কাণ্ডের

তদন্তভার দিয়েছিল সিবিআইকে। সুপ্রীম কোর্টেও বহাল ছিল হাইকোর্টের রায়। ২ মে মুখ বন্ধ খামে সিবিআই রিপোর্ট দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের আর একটা সোমবারের দিকে তাকিয়ে বঙ্গবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার ভারতের সুপ্রিমকোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায় বজায় রেখে যোগ্য অযোগ্য সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি বাতিল করে দিয়েছে। যদিও রাজ্য মন্ত্রীসভার নেওয়া অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্তে সিবিআই তদন্ত পেয়েছিল স্থগিতাদেশ। প্রশ্ন উঠেছিল সুবিচার আসনে কার? আপামোর খেতে খাওয়া গরিব মানুষের। নাকি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের। অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে ফাস্ট ওয়াল্ড কান্ট্রিতে হয়তো এরকম বিচার হত না। তারা প্রথমে পাশে দাঁড়াত অসহায় নাগরিকের এবং পরে দেখতো ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ। কিন্তু এদেশের নাম ভারত। যেখানে ব্রিটিশের তৈরি খাঁচাতেই চলছে বিচার ব্যবস্থা। এদেশে ক'জনেরই বা ক্ষমতা আছে হাইকোর্ট –সুপ্রিমকোর্টে পৌঁছোবার। আর পৌঁছোতে না পারলে সুবিচারই বা দেবে কে? তবে ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া বাংলার ছেলে মেয়েরা এদেশেরই সন্তান। ফলে তাদের এই বিচার মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। একমাত্র আশা পরবর্তী শুনানি। যা হতে চলেছে আগামী সোমবার।

হাজার হাজার চাকরি প্রার্থী থেকে চাকরিরত, রাজনৈতিক নেতামন্ত্রীরা এবং সারাবাংলার জনগণ সকলেই তাকিয়ে আছে আগামী সোমবার সুপ্রিমকোর্টের রায়ের দিকে। যদি শূন্য পদ তৈরির সিদ্ধান্ত তদন্তের আওতায় ছাড়পত্র পায়, তাহলে বাংলায় আরো একটি দুর্নীতির উন্মোচন হবে বলে সকলের ধারণা। কিন্তু চাকরি প্রার্থীদের কী হবে। তারা কি ফের চাকরিহারা হবে? অযোগ্যদের কি চাকরি যাবে? টাকা ফেরত কি দিতে হবে? এসব প্রশ্ন এখন ভিড় করে গোমরাচ্ছে বঙ্গবাসীর মনে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে আশা তেমন নেই। কারণ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে কমিশন পর্ষদ যারা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা কেউই এসব অসহায় ছেলে মেয়েদের পাশে দাঁড়াননি। নিজেদের পীঠ বাঁচিয়ে তদন্তের স্থগিতাদেশ নিয়ে ফিরেছেন। ফের সোমবার, ফের দিল্লি চলো। বুক বাঁধছেন সকলেই সুবিচারের আশায়। কিন্তু সেই প্রশ্নটা বার বার ফিরে আসে– সুবিচার তুমি আসলে কার?

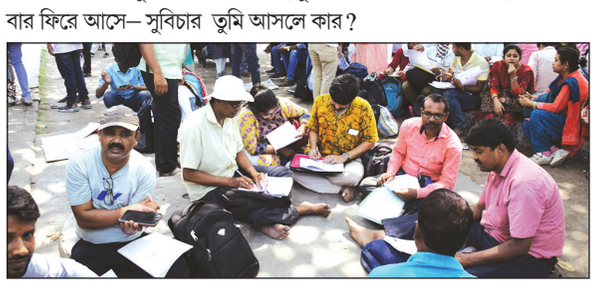

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তীব্র জল সংকটে বাংলার গ্রাম

কুনাল মালিক, আলিপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ–১ ও ২, বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতিদিন পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটে জেরবার হচ্ছেন। বছরখানেক আগে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন, এই সমস্ত এলাকায় ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেবার জন্য ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেই জলের সংযোগ ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। অভিষেক ব্যানার্জি নিজেই বলেন, তিনি কথা দিলে কথা রাখেন। প্রসঙ্গত, এর আগে তিনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছেন। শুধুমাত্র পানীয় জলের ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হল না।

এখনও পর্যন্ত সর্বত্র মূল রাস্তায় জলের লাইন পাতা সম্পন্ন হয়নি। এমনকী পুরানো যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে এলাকায় জল যায় সেখানেও জলের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে জল পাঠানো হচ্ছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। এলাকাবাসী তাদের চাহিদা মত জল পাচ্ছে না। তাছাড়া জলের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। মুখে দেওয়া যায় না সেই জল। গ্রীষ্মের সময় এমনিতেই দাবদাহের কারণে অনেক পুকুর ডোবায় জলস্তর নেমে গেছে। পানীয় জলের ঘাটতি যেমন চলছে তেমন দৈনিক স্নান করতেও মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষকেই বাজার থেকে ২০ লিটারের জার কিনে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানালেন, জলের পাইপলাইনের যারা কাজ করছে তাদের কাজের গতি খুবই শ্লথ। বারবার বলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন তিনি। বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকে এখনো অধিকাংশ জায়গায় মূল পাইপ লাইনই পাতা হয়নি। পানীয় জলের সংকটের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বিধায়ক। তবে তিনি এও বলেছেন, চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, বারবার কনট্রাক্টরদের তাড়া দেওয়া হচ্ছে যাতে খুব দ্রুত কাজ শেষ করা হয়। পিএইচ ই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ময়ুখ দে বলেন, ইতিমধ্যেই বজবজ–২ নম্বর ব্লকে ৪০ হাজার বাড়িতে পাইপ সংযোগ করা হয়েছে। কিছু কিছু এরপর পাঁচের পাতায়

তৃতীয় ম্যাচে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি মুর্শিদাবাদ

শক্তি ধর : এবারে নির্বাচন এবং দুর্নীতির তদন্ত ও বিচার পাশাপাশি এগিয়ে চলায় কমিশনের তৃতীয় ম্যাচ পশ্চিমবঙ্গে আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। গতবারের ফলাফলের ভিত্তিতে মালদা দক্ষিণ এবার মেগা ষ্টার প্লেয়ার হলেও সাম্প্রতিক লাগাতার হিংসা মুর্শিদাবাদকে স্টারের তকমা দিয়ে দিয়েছে। তার উপর চাকরি বাতিল ও শেখ শাজাহানের মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় ম্যাচের আগে জমিয়ে দিয়েছে ক্লাইমাক্স। সামনের সোমবার শূন্যপদ পূরণে রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মামলায় আরও একটা রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গেলে মঙ্গলবার ৭মের তৃতীয় ম্যাচে যে টান টান উত্তেজনা থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গতবার ২০১৯ সালে মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী মাত্র ৮২২২ ভোটে হেরেছিলেন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরীর কাছে। তৃণমূলের মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাড়ে ৩ লাখ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছিলেন। ফলে এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কেন্দ্রে কমিশন আগের মত বুথে ম্যান মার্কিং স্ট্রাটেজি নেবে বলেই মনে হয়। মনে রাখতে হবে ডিফেন্সের সামান্য ফাঁক ফোকরও সন্ত্রাস গোলের দরজা খুলে দিতে পারে।

মালদা দক্ষিনের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সন্ত্রাস এবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে কমিশনকে। বহু ভোটকর্মী ঝুঁকি নিয়ে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে ভোট করতে যেতে পর্যন্ত অনীহা প্রকাশ করছেন। মালদা উত্তর এবং জঙ্গিপুর আপাত নিরীহ হলেও ভোটের দিন কি রূপ ধারণ করবে তা বলা মুশকিল। ফলে কমিশন কোচ এবার কোনো নির্দিষ্ট এলাকা নয় পুরো জেলাকেই সংবেদনশীল হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছে। বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। তৃতীয় দফায় ৪০৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে কমিশনের যার মধ্যে ৩৮২ কোম্পানি মোতায়ান থাকবে বুথে বুথে। অবসার্ভাররা ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। মালদা ও মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকদের শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এই দফায় চারটি লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও। তাই অতীতের অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়ে স্ট্রাটেজি ছকছে কমিশন।

তবে গত দুই দফার ম্যান মার্কিং সাফল্যকে এবারেও বুথ ঘিরতে কমিশন কাজে লাগাবে বলেই মনে হয়। ফলে বুথের বাইরের দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য পুলিশকে। সেখানে ব্যর্থ হলে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এড়ানো যাবে না বলেই মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

২০১৯ এর ভোটপ্রাপ্তি

কেন্দ্র	কংগ্রেস	বাম	বিজেপি	তৃণমূল
মালদা উত্তর	৩০৫২৭০	৫০৪০১	৩০৯৫২৮	৪২৫২৩৬
মালদা দক্ষিণ	৪৪৪২৭০		৪৩৬০৪৮	৩৫১৩৫৩
জঙ্গিপুর	২৫৫৮৩৬	৯৫৫০১	৩১৭০৫৬	৫৬২৮৩৮
মুর্শিদাবাদ	৩৭৭৯২৯	১৮০৭৯৩	২৪৭৮০৯	৬০৪৩৪৬

২০২৪ এর চলচিত্র

বরুণ মণ্ডল : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় আগামী ৭ মে এ রাজ্যের ৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে। মালদহ জেলার দুই কেন্দ্র মালদহ উত্তর (৭), মালদহ দক্ষিণ (৮) এবং মুর্শিদাবাদ জেলার তিন কেন্দ্রের মধ্যে দুই কেন্দ্রে জঙ্গিপুর(৯) ও মুর্শিদাবাদে (১১)। মোট এই চার লোকসভা কেন্দ্রে ৩ মহিলা প্রার্থীসহ মোট প্রার্থী রয়েছেন ৫৭ জন। মালদহ উত্তর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন, মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৭ জন, জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ১৪ জন আর মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১১ জন।

এই ৫৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন কোটিপতি। তৃণমূল কংগ্রেসের ৪ প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন কোটিপতি। বিজেপির ৪ প্রার্থীর মধ্যে ১ জন কোটিপতি। জাতীয় কংগ্রেসের ৩ প্রার্থীর মধ্যে ২ জন কোটিপতি। সিপিআই এমের ১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জনই কোটিপতি।

তৃণমূল কংগ্রেসের ৪ প্রার্থীর মাথা পিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ১৪,৪১,২০,৪৩৭ টাকা। জাতীয় কংগ্রেসের ৩ প্রার্থীর মাথা পিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ১,৫৫,০৮,৮৫২ টাকা। বিজেপির ৪ প্রার্থীর মাথা পিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ৭৬,৬৫,৩০৭ টাকা। সিপিআইএমের ১ প্রার্থীর গড় সম্পদের পরিমাণ ১,৬৮,৫১,৪৬৮ জন। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বর্তমান সাংসদ খলিলুর রহমানের(বয়স : ৬৪) স্থাবর–অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদ ৫১,৪৩,৪৬,২৮৩ টাকা আর তৃণমূল কংগ্রেসেরই মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থী বর্তমান সাংসদ আবু তাহের খানের(বয়স : ৬২) স্থাবর–অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ৩,৮৪,৭৬,১৩১ টাকা।

এ রাজ্যের তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ৫৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তার মধ্যে ৩ জন সাংসদ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন মালদহ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু(বয়স : ৬৪)। তাঁর পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধি ৩৩ শতাংশ (+৩৩,৫৮,৪০৭ টাকা)। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী খলিলুর রহমান। তাঁর পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ (+১৪,৬০,৩৯,৫৭৮ টাকা) এবং মুশিদাবাদ কেন্দ্রের তৃণমুল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খান। তাঁর পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩১ শতাংশ (+২,৯৫,৪৯,৫১৫ টাকা)।

নামেই মডেল স্টেশন
প্রখর গরমে বন্ধ ফ্যান অভাব পানীয় জলের নেই যাত্রী প্রতিক্ষালয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : প্রবল গরমে পুড়ছে বাংলা। অসহনীয় অবস্থা রাজ্যে জুড়ে। বিভিন্ন এলাকায় পথ চলতি মানুষের জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। কিন্তু বিপরীত চিত্র শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং মডেল স্টেশনে। স্টেশনে বন্ধ একাধিক ফ্যান। টিকিট কাটতে এসে এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় নাজেহাল হতে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের। বিষয়টি নিয়ে বারবার ক্যানিং স্টেশন মাস্টার কে জানানো হলেও তিনি কোন উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ নিত্য যাত্রীদের।

উল্লেখ্য রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং স্টেশনকে মডেল স্টেশন ঘোষণা করেছিলেন। তারপর শুধুমাত্র নামেই থেকে গিয়েছে মডেল স্টেশন। সেভাবে কোন কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পানীয় জল থেকে ফ্যান সবকিছুতেই সমস্যা আছে এই স্টেশনে। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সেডের কাজ এখনো শেষ হয়নি। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলছে সেই কাজ। যতটুকু শেড আছে তাতে বৃষ্টির সময় জল পড়ে। অমৃত ভারত স্টেশনের তালিকায় ক্যানিং ষ্টেশনকে রাখা হলেও এখনো সেই ভাবে কোন কাজ শুরু হয়নি। দিনের পর দিন এইভাবে ফ্যান বন্ধ থাকায় এবং পর্যাপ্ত পানীয় জল না পাওয়ার কারণে স্টেশনে এসে অসুস্থ হয়ে এরপর পাঁচের পাতায়

তীব্র দাবদাহেও 'শস্যগোলা'য় উধাও জলকষ্টের চেনা ছবিটাই ফের ভাবাচ্ছে

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : চৈত্রের শেষ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তীব্র দাবদাহে বঙ্গদেশে হাঁসফাঁস অবস্থা।সূর্যদেবের বদান্যতায় তাপমাত্রার যে হারে পড়াশোনায় উৎসাহ বেড়েছে তাতে পরপর ডিগ্রি লাভ করাটা যেন তার বাঁ হাতের খেলা।ইতিমধ্যেই এরাজ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ১০০ বছরের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।৪০–৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার গল্পটা এখন আবালবৃদ্ধবনিতাদের মুখে মুখে।উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই যেন তপ্ত তাওয়ায় ভাজাপোড়া হওয়ার মতো পরিস্থিতির শিকার প্রাণীকূল।চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি বুধবারও দিনভর রাজ্যজুড়ে এহেন করুণ দশাটাই ফুটে উঠেছিল।এই দৃশ্যপটের কোনও অদলবদল ঘটেনি রাজ্যের 'শস্যগোলা' রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ সন্নিহিত এলাকাগুলিতেও।জেলার

জঙ্গলমহল আউশগ্রাম সহ সীমানা লাগোয়া পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের তাপমাত্রা দিনকতক ধরেই ৪৪–৪৬ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল।বেগতিক পরিস্থিতিতে দিনভর রাস্তাঘাটে লোকজনের যাতায়াত তুলনামূলক বেশ কম।বিশেষ করে জঙ্গলমহল সহ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন এসময় বাড়িতে থাকাটাই নিরাপদ মনে করছে।তপ্ত দুপুরে আউশগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সুবিশাল জঙ্গলের বুক চিড়ে যাওয়া পাকা দীর্ঘ সড়কপথে শুনসান ছবিটা বুধবারও ছিল একইরকম।আউশগ্রামের হেদগড়া এলাকার কৃষিজীবী পরিবারের সুব্রত মণ্ডল এদিন মোড়বাঁধ বাজারে সবজি বিক্রি করে অতিকষ্টে দুপুরে বাড়ি ফিরে বলেন, সকাল থেকেই যেভাবে প্রতিদিন গরম পড়ছে তাতে বাড়ি থেকে এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্বিসহ গরম, প্রকৃতি খুঁজছে আর একটা মরুভূমি

প্রণব গুহ

যে বাংলা চৈত্রের শেষে কালবৈশাখী পেত, ভ্যাপসা গরমের পর বৃষ্টিতে প্রাণ ভেজাতো সেই বাংলা কালবৈশাখীহীন, বৃষ্টিহীন কখনও শুকনো কখনও ঘর্মাক্ত ৪৭ ডিগ্রিতে পুড়ছে। কেন? আবহাওয়াবিদদের উত্তর বড় বিভ্রান্তিকর। কেউ বলছেন এল নিনো, কেউ বলছেন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, কেউ বলছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন। আমরা যারা আলিপুর বার্তার পাঠক তারা বলি না, এটা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে মানুষের ভ্রান্ত পরিকল্পনার ফল। যাকে বলা হয় ম্যান মেড ডিসাস্টার। সম্প্রতি একজন মাত্র আবহাওয়াবিদকেই সত্যি কথাটা বলতে শুনলাম একটি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে। অন্যান্যরা ক্রমশঃ বিভ্রান্ত করে চলেছেন মানুষকে। তবে আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারছি কারণ আলিপুর বার্তার ভাণ্ডারে রয়েছে এক দীর্ঘ গবেষণা পত্র যা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩ সাল থেকে টানা ১৯৮৮ সাল

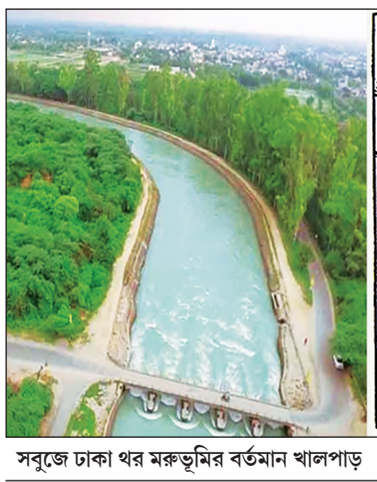

সবুজে ঢাকা থর মরুভূমির বর্তমান খালপাড়

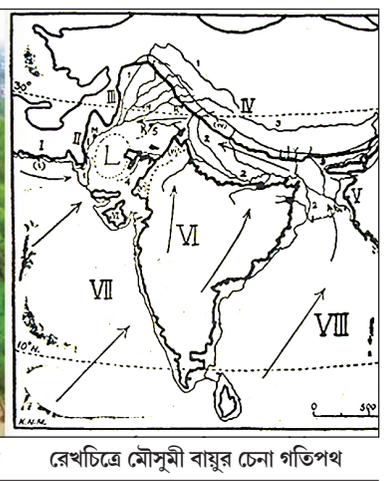

রেখচিত্রে মৌসুমী বায়ুর চেনা গতিপথ

পর্যন্ত। কিন্তু কেউ সেসময় গুরুত্ব দেয়নি এই গবেষণায়। যদিও আজ সেই প্রবন্ধগুলি বর্তমান পরিস্থিতির সাক্ষী হয়ে জ্বলজ্বল করছে আলিপুর বার্তার আর্কাইভে।

তাঁর এই গবেষণায় ১৯৮৩ সালে ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছিলেন তৎকালীন ভারত সরকার এবং তার পৃষ্ঠপোষক বিজ্ঞানীরা কিভাবে জনগণের বিপুল টাকায় রাজস্থানে মরু চাষের ভ্রান্ত পরিকল্পনা করে প্রাচীন প্রাকৃতিক ছন্দকে এলোমেলো করেছে, মৌসুমীবায়ুর অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই আলিপুর বার্তায় লিখেছেন, 'সম্ভবতঃ ভারত–পাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলেই পরবর্তী কালে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে একটি গভীর বড় খাল পাঞ্জাব থেকে আমাদের সীমানা ধরে কিছু ভেতর দিয়ে একেবারে দক্ষিণে জয়সলমীর পার হয়ে বারমার পর্যন্ত কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুধু যদি প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই খাদ কাটা হ'ত তাহলে হয়ত মৌসুমীর কাযধারা এত এলোমেলো হয়ে যেত না। বেনিয়া বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে কেন্দ্র ও রাজস্থান সরকার স্থির করলেন যে, এই খাল কাটার খরচা তাঁরা বিস্তীর্ণ এলাকা সেচের দ্বারা আবাদ করিয়ে জলকর ও কৃষি রাজস্ব দিয়ে তুলে নেবেন। উভয় সরকার এই সেচের খাল মারফত পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমিকে মুছে ফেলে সেখানে পাঞ্জাব হরিয়ানার মত কৃষি উদ্যান গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হলেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR)–এর কর্তারা কোমর বেঁধে লাগলেন এই মরুভূমি নিধন যজ্ঞে ও তাঁদের কৃষি কল্পলোক গড়ে তুলতে। স্থির হল মূল খাল–ইন্দিরা গান্ধী নহর মোট ৬৪৯ কিলোমিটার লম্বা হবে এবং ১৫.৪০ লক্ষ হেক্টর পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

প্রচন্ড গরমেও পাহাড়ে লেগেছে ফাগুনের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : গরমের পুড়ছে বঙ্গ। এক পশলা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকেই। কিন্তু বৃষ্টির দেখা মিলছে না। অপরদিকে, পাহাড়ে কিন্তু এখনো ফাগুনের ছোঁয়া। সিকিমের হিলে বার্সাতে ফাগুনের ছোঁয়া লেগেছে। রডোড্রনডন ফুলে ছেয়ে গেছে এলাকা। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাড়ি দিচ্ছেন অনেক পর্যটক। অনেকেই গরমের মধ্যে কিছুটা সময় নিরালায় কাটাতে যাচ্ছেন দার্জিলিং, সিকিম। দার্জিলিং ও সিকিম জুড়ে শুধু পর্যটকদের আনাগোনা। আর সিকিমের এই হিলে বার্সা পর্যটকদের কাছে নস্টালজিয়া। প্রচন্ড গরমেরa মধ্যেও ফাগুনের ছোঁয়া মিলছে সেখানে। তবে বসন্তের আগুন লেগেছে ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালেও। ভারত থেকে নেপাল যেতে কোন পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র পারমিট থাকলেই যাওয়া যায় প্রতিবেশী দেশ নেপালে। নেপালের সুখা পোখরাতে ছেয়ে গেছে লাল ফুল। সিকিমের থেকে এখানে লাল ফুলের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এক অদ্ভুত অনাবিল সৌন্দর্য, সেখানে না গেলে বিষয়টি বুঝতে পারা যাবে না। চারিদিকে পাখির আওয়াজ তারই মধ্যে লাল ফুলের সমাহার এক অপূর্ব মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

গরম থেকে বাঁচতে পাহাড়ে পর্যটকের ভিড়

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : মার্চ মাস পরতেই দক্ষিণবঙ্গের বেসামাল অবস্থা। কলকাতা সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে চড়চড়িয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাপিয়ে গেছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অবস্থা আরো অস্বস্তিকর। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রিতে। তাপমাত্রা আরো বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। মালদা মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি একেবারে ভালো নয়। সেখানেও দিনের বেলায় প্রবল রোদের কারণে বাইরের টেকা দায়। এইজন্য দক্ষিণবঙ্গের অনেকেই চাইছেন দুদিনের স্বস্তি, এই স্বস্তির খোঁজ মিলতে পারে উত্তরের দার্জিলিংয়ে। গরমের থেকে স্বস্তি পেতে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গেছে শৈল শহরে। তবে শৈল শহরের পরিস্থিতিও যে খুব একটা সন্তোষজনক সেরকম কিন্তু নয়। দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি বুধবার রেকর্ড করা হয়েছে, তাই পাহাড়েও খুব একটা স্বস্তির পরিবেশ নেই। দিনের বেলা যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিবেশ, তবে রাত্রের বেলা অনেকটাই আরাম মিলছে পাহাড়ে। আর তাতেই সন্তুষ্ট পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। কলকাতার দহন জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পাড়ি দিচ্ছেন দার্জিলিং। দুদিন শান্তিতে কাটিয়ে নেওয়ার জন্য। পাহাড়ের পরিবেশ কিছুটা অনুকূল হলেও উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকা গুলিতে কিন্তু তাপমাত্রার পারদ বাড়ছে। সমতল শহর শিলিগুড়িতে ও তাপমাত্রা ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি। শিলিগুড়ির প্রতিবেশী শহরে জলপাইগুড়ি এছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে এখন তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।

কাজের খবর

মুম্বইয়ের ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে ৩০১ জন অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিশাখাপত্তনম: ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ মেরামতির সংস্থা মুম্বইয়ের ন্যাভাল ডকইয়ার্ডের ডকইয়ার্ড অ্যাপ্রেন্টিস স্কুল ২২টি ট্রেডে ৩০১ জন অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২৬টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ফিটার: আই.টি.আই থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫০টি (জেনাঃ ৩০, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৫)। শিট মেটাল ওয়ার্কার: আই.টি.আই. থেকে শিট মেটাল ওয়ার্কার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ)। মেকানিক ডিজেল: আই.টি.আই. থেকে মেকানিক ডিজেল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩৫টি (জেনাঃ ২১, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩)। পাইপ ফিটার: আই.টি.আই. থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।ইলেক্ট্রিশিয়ান: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৪০টি (জেনাঃ২৪, ও.বি.সি.৮, তঃজাঃ৪, তঃউঃজাঃ৪)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. আই.টি.আই. থেকে মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক): আই.টি.আই. থেকে ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২)। মেশিনিস্ট: আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ১২টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। পেইন্টার (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে পেইন্টার জেনারেল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক : আই.টি.আই. থেকে ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ ৭টি (জেনাঃ ৪. ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১)। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স: আই.টি.আই. থেকে মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১)। ফাউন্ড্রিম্যান: আই.টি.আই. থেকে ফাউন্ড্রিম্যান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।ইলেক্ট্রোপ্লেটার:আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রোপ্লেটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। প্যাটার্ন মেকার: আই.টি.আই. থেকে প্যাটার্ন মেকার বা, কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ)। শিপরাইট (উড): আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য।শূন্যপদ: ১৮টি(জেনাঃ১১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২)। টেলর (জি): আই.টি.আই. থেকে সিউয়িং টেকনোলজি বা, ড্রেস মেকিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: দ: ৩টি (জেনাঃ)। ম্যাসন (ব্রিক্স): আই.টি.আই. থেকে ম্যাসন (ব্রিক্স) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। আই. অ্যান্ড সি.টি.এস.এম. আই.টি.আই. থেকে আই অ্যান্ড সি.টি.এস.এম. বা, আই.টি. অ্যান্ড ই.এস.এম. ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ)। শিপরাইট (স্টিল): আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৬টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। রিগার: ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১২টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার: মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। ওপরের সব ক্ষেত্রে মাধ্যমিকে অন্তত ৫০% নম্বর আর আই.টি.আই. কোর্সে অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫০ সেমি আর অন্তত ৪৫ কেজি ওজন ও বুকের ছাতি ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি দরকার দু"চোখে ৬/৬ থেকে ৬/৯। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিসেস আইন অনুযায়ী ১ থেকে ২ বছরের ট্রেনিং। যাঁরা আগে কোনো সরকারি, আধা–সরকারি বা, বেসরকারি সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়েছেন বা, নিচেছন, তাঁরা আবেদনের যোগ্য নন। সরকারি নিয়মানুযায়ী স্টাইপেন্ড পাবেন ৭,৭০০–৮,০৫০ টাকা। ট্রেনিং শুরু জুলাই–আগস্টে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CBC 10702/11/0003/2425. মাধ্যমিক ও আই.টি.আইয়ের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা হবে, মে–জুন মাস নাগাদ। ১০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে অঙ্ক (নম্বর–৩৫), জেনারেল সায়েন্স (নম্বর ৩৫), জেনারেল নলেজ (নম্বর ৩০) বিষয়ে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রার্থীদের প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ১০ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://registration.ind.in এজন্য পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, জন্ম–তারিখ ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

সাপ ও মানুষ বাঁচাতে দীর্ঘ লড়াই চিকিৎসকের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : 'সাপ' নামটি শুনলে যেকোনও ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠবেন। বলা বাহুল্য সেই সাপকে বাঁচানোর জন্য লড়াইয়ের ময়দানে এক চিকিৎসক। শুধু সাপকে বাঁচানো নয়,সাপের কামড়ে একটিও মৃত্যুর ঘটনা যাতে না ঘটে এবং ওঝা–গুণীন যাতে নির্মূল করা যায় সেই যুদ্ধেও তিনি শামিল হয়েছেন। নানান প্রতিকূল সমস্যাকে প্রতিহত করে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর এমন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সচেতনতার মাধ্যমে বাংলা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। পৌঁছে দিয়েছেন নেপাল, ভুটান সহ প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশেও। সমরেন্দ্রনাথ রায় এমনই একজন চিকিৎসক তিনি সাপ কামড়ের রোগীকে সঠিকভাবে নির্ণয় করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। এমনকী সাপের কামড় দেখে অনায়াসেই সাপের নাম বলে দিতে পারেন। শুধু বলে দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে বাড়িতে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর। প্রতিনিয়ত তিনি সাধারণ মানুষকে সচেতন করে চলেছেন। এমনকী ওঝা–গুণীনদের দাপট কমাতে তাঁদেরকে নানান ধরনের পরামর্শ দিয়ে তাদেরকেও শামিল করেছেন এই যুদ্ধে। এছাড়াও গ্রামীণ চিকিৎসকদেরকেও এই কাজে শামিল করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি যেনতেন প্রকারে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নামিয়ে আনতে হবে। চিকিৎসকের এমন অসীম লড়াই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পোগ্রেসিভ গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ আশরাফ হালদার জানিয়েছেন, বিশিষ্ট সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রায়ের সংস্পর্শে আমরাও শামিল হয়েছি। আশা করছি আমরা সঠিক লক্ষে পৌঁছে যাবো।'

উল্লেখ্য শুধুমাত্র ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে ১০২৪ জন কে সাপে কামড় দিয়েছিল। এর মধ্যে ৯৪১ জনকে বিষহীন সাপ,৮৩ জনকে বিষধর সাপ কামড়ে ছিল।মৃত্যু হয়েছিল ৬ জনের। অনুরুপ ২০১৬ সালে ৯৮২ জনকে কামড় দিয়েছিল,এর মধ্যে ৮৭২ জনকে বিষহীন সাপ,৯০ জনকে বিষধর সাপ,মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের ।২০১৭ সালে ১১৯৮ জনের সাপের কামড়ে ১১০৫ জন ছিল বিষহীন,৯৩ জন বিষধর।একটিও মৃত্যু হয়নি।তবে পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন,। চলতি বছরে সাপের উপদ্রব যে অত্যধিক হারে কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে তা স্বীকার করেছেন অভিজ্ঞ সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

বিষধর সাপ হল

কালাজ, শঙ্খচূড়, কেউটে, শাঁখামুটি, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং গেছোবোড়া।

বিষহীন সাপ হল

ঘরচিতি,কালনাগিনী, দাঁড়াশ, লাউডগা, তুতুর, লালবালিবোড়া, বেতআছাড়, অজগর, মেটেলি, জলঢোঁড়া এবং জলমেটেলি।

কামড়ানোর পর যে লক্ষণ দেখে বোঝা যায়

- △ ক্ষতস্থানে অসম্ভব জ্বালা–যন্ত্রণা হওয়া।
- △ রোগীর দুটি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসা।
- △ ক্ষতস্থানে দ্রুত ফুলে ওঠা।
- △ গলা ব্যাথা কিংবা ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়া।
- △ শরীরের নানান স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া।
- △জিভ জড়িয়ে যাওয়া।
- △ঝিমিয়ে পড়া।
- △চোখে ঝাপসা দেখা।
- △রোগীকে সাহস যোগানো।
- △ অহেতুক রোগীকে হাঁটা চলা না করানো।

কোন সাপের কেমন চরিত্র

(১) **কালাজ :** প্রচন্ড তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ।এর আঞ্চলিক নাম শিয়রচাঁদা বা ঘামচাটা।এদের কোন ফণা নেই।এরা লম্বায় ৩ থেকে ৪ ফুট হয়ে থাকে।একমাত্র রাতেই বিছানায় উঠে এসে কামড় দেয়।কামড় দেওয়ার পর কোন দাগ থাকে না এবং রক্ত বের হয় না। এমন ঘটনা যা কিনা পৃথিবীতে বিরল!কামড়ের সময় মাত্র এক মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এই সাপের কামড়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বেশি মৃত্যু(৬২.৮%)। কালাজের বিষ স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। এই সাপ ভয়াল ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বিষধর। এদের গায়ের রঙ কালো,তার উপর ডোরাকাটা সাদা দাগ।এদেরকে রাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

(২) **শঙ্খচূড় :** এই সাপ লম্বায় প্রায় ১০–১২ ফুট হয়ে থাকে। এটি পৃথিবীর সবথেকে বড় ধরনের বিষধর সাপ। এই সাপ মাত্র ১২ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সর্প বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৃহৎ আকার বিষধর শঙ্খচূড় প্রজাতির সাপটি অবলুপ্তির পথে।

(৩) **গোখরো:** এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ। এটির কামড়ালে নার্ভকে অচল করে দেয়। কামড়ের সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এই সাপের কামড়ে ক্ষতস্থানে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং ক্রমাগত ক্ষতস্থান ফুলতে থাকে। এরা স্থানীয় এলাকায় 'খরিশ কেউটে' নামে বেশি পরিচিত। এদের ফণার পিছনে ইংরাজি 'U' আকৃতির চিহ্ন থাকে।

(৪) **কেউট :** এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ। এদের ফণার পিছনে 'পদ্ম চিহ্ন' থাকে। এদেরকে স্থানীয়ভাবে 'কালকেউটে', 'আলকেউট', 'শামুখভাঙা' নামে পরিচিত। এরা কামড়ানোর সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এরা সাধারণত লম্বা ৫–৬ ফুট হয়ে থাকে। এদেরকে ক্ষেতখামার, মাঠে,বাগানে দেখতে পাওয়া যায়।

(৫)**চন্দ্রবোড়া :** এই সাপের কামড়ে মানবদেহের রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয়। বাংলার একমাত্র হিমোটক্সিক সাপ। এই চন্দ্রবোড়ার কামড়ে সব থেকে বেশি প্রাণহানী ঘটেছে বাংলায়। এটি ফণাহীণ সাপ,এদের গায়ে চাকা চাকা চন্দন হলুদ রঙের দাগ থাকে। এরা কামড়ালে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হয়। চিকিৎসা করাতে দেরী হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে। মুত্রের সঙ্গে রক্ত এসে যায়। এরা সাধারণত ২–৩ ফুট লম্বা হয়।

(৬) **শাঁখামুটি:** এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির হয়। সাধারণত মানুষ কিংবা জীবজন্তুকে এরা কামড়ায় না। এদের বিষ তীক্ষ্ণ। এদের চেহারা বেশ বড় হয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং কালোর উপর ব্যান্ড।

(৭) **গেছোবোড়া :** এদের স্থানীয় নাম 'গেছো সাপ'। বিশেষজ্ঞদের মতে এদের বিষধর সাপের তালিকা রাখলেও এদের কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। এদের সাধারণত জঙ্গলে দেখা যায়।

কেন সাপের উপদ্রব বেড়েছে?

সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকার, ডাঃ মৃন্ময় বিশ্বাস'দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাপেদের বাসস্থান খুবই সংকুলান। তারপর তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে যথেষ্ট হারে।ফলে খাবারের খোঁজে প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে কিংবা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। আর তারই জেরে প্রায় প্রতিনিয়ত ৩–৪ জন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন।

বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই থাকে। সাপে কামড়ানোর ঘটনায় মৃত্যুর হারও বাড়ছে।একটু সতর্ক হলে এমন মৃত্যু পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সাপের কামড়ের ঘটনা বেশি ঘটে এবং মৃত্যুর হারও সব থেকে বেশি।

প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং যোগাযোগে অসুবিধার কারণে কুসংস্কারের বেড়াজালে পড়ে এখানে সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাণ সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫২ প্রজাতির সাপ বিষধর।আবার এই ৫২ প্রজাতির মধ্যে ৪০টি সামুদ্রিক সাপ। সুন্দরবন সহ রাজ্যে ৬ প্রজাতির বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই– ৬টি সাপের মধ্যে ৪ টি সাপের কামড়ে বেশির ভাগই মানুষের মৃত্যু হয়।

প্রখর গরমে এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই চলেছে,তেমনই বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীনদের দাপটও।সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার উপায় থাকলেও ওঝা গুণীনদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আগেই নিজেকে সচেতন হতে হবে । আর তা না হলে,বিষাক্ত সাপের থেকেও ওঝা–গুণীনের তীক্ষ্ণ বিষ জীবনে সংশয় ডেকে আনবে । কেউ রদ করতে পারবে না। ফলে ওঝা গুণীন একেবারেই এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

আর সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে গেলে প্রথমত গৃহস্থের বাড়ীর চারপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাশাপাশি গুঁড়ো চুনের সাথে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে গৃহস্থের বাড়ীর চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন এমন দিলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বিষাক্ত সাপ সহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ গৃহস্থের বাড়ির আশে পাশে আসতে পারবে না।

রাতের বেলায় অবশ্যই টর্চ লাইট ব্যবহার করে পথে হাঁটাচলা করা উচিৎ। রাতে ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করেই অবশ্যই মুসারী টাঙানো প্রয়োজন।

সাপে কামড় দিলে কী করবেন

একদমই ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাপ কামড়ালেই ঝাড়–ফুঁক ওঝা–গুণীনের কাছে একদমই যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। সোজা নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সাপ কামড়ালে ১০০ শতাংশ বাঁচা সম্ভব। মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি, সাপে কামড়ালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে "রুল অফ ১০০" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন প্রজাতির বিষধর সাপ কামড় দিলে ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ 'AVS' (অ্যান্টি ভেনাম সিরাম)দিতে পারলেই রোগীর কোন মৃত্যুর সম্ভবনা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে অহেতুক সময় নষ্ট না করে নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরী এবং প্রাথমিকভাবে সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উল্লেখ্য এশিয়া মহাদেশ তথা পৃথিবীর বিখ্যাত তীক্ষ্ণ বিষধর ফণাহীন সাপ হল 'কালাজ'। এই কালাজ সাপ কামড় দিলে ক্ষতস্থান ফোলা,জ্বালা,যন্ত্রণা,ব্যথা কোন কিছুই অনুভব করা যায় না। ক্ষতস্থানে কোনপ্রকার কোনরূপ চিহ্ন বা দাগ থাকে না। উপসর্গ হিসাবে পেট ব্যথা,শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, খিচুঁনী ভাব এবং দুচোখের পাতা পড়ে আসাই কালাজ সাপ কামড়ের একমাত্র উপলক্ষণ।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ মে – ১০ মে, ২০২৪

মেষ রাশি : নোনতা বা ঝাল জাতীয় খাবারের স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। সৃজনমূলক কার্যে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা আসবে। ব্যবসার প্রসারতায় বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের সম্ভাবনা। সর্দি–কাশি, ঠান্ডা লাগা জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং বৃহস্পতে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : অযথা অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য আসবে। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চাকরিতে বাধা আসবে কিন্তু প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। অবিবাহিতদের বিবাহ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ঈশ্বরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং শুক্রায় নমঃ' জপ করুন।

মিথুন রাশি : কোনও কারণে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে উন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ব্যবসার প্রসারতায় বাধা–বিঘ্ন। পুরাতন গাড়ি ক্রয় করার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওং নমো নারায়ণ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : দুগ্ধ জাতীয় পানীয় খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। স্বজনের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক গোলযোগ থাকবে। সন্তান সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা চাকরিতে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসবেন না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং চন্দ্রায় নম' জপ করুন।

সিংহ রাশি : শারীরিকভাবে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। চোখের সমস্যা, পায়ের বাত, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি থেকে সাবধান থাকবেন। চাকরিতে সমস্যা আসবে এবং ব্যবসার প্রসারতায় বাধা এলেও সাফল্য বিলম্ব। বিপদ এলেও রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২০ বার 'ওং ভাস্করয়ে নমঃ' জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ভাই–বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। সন্তান অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে। সন্তানের প্রতি যত্ন নিন। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রক্ষা পাবে। আয়ভাব ও ব্যয়ভাব শুভ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওং নরসিমহায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরিতে উন্নতি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে রাস্তা পারাপার হবেন। আয় হলেও তা পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং রুদ্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা আসবে। ব্যবসা ক্ষেত্র শুভ। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্য পাবে। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। শয্যা–সুখে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : মানসিক সুখ থাকবে না। স্বজনদের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি পাবে। ভাইবোনেদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও সম্পর্কের উন্নতি হবে। আলোচনার মাধ্যমে। সন্তানের আচরণে দুঃখ পাবেন। চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতায় বাধা থাকবে। দাম্পত্য কলহ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে খুব শুভ ফলদায়ী নয়।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

মকর রাশি : কঠিন পরিস্থিতি কিছুটা কাটিয়ে উঠবেন। স্বজনদের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কের উন্নতি হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে সমস্যা থাকবে এবং ব্যবসার প্রসারতায় তুলনামূলক শুভ ফল মিলবে। সন্তান পড়াশোনায় অমনোযোগী। রাস্তাঘাটে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করুন। উচ্চ শিক্ষায় বাধা। কর্মোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : শনিবার অন্ধদের ভোজন করান।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহটা শুভ বলা যায়। কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ভাই–বোনেদের সাবধানে রাস্তা পারাপার হতে বলবেন। সন্তানের সব কার্যে অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। চাকরি থেকে শুভ কিন্তু ব্যবসার প্রসারতায় বাধা আসবে। কর্মোন্নতি ও আয়ভাব শুভ। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চাল্লিশা জপ করুন।

মীন রাশি : মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার প্রতি স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা, চাকরি নাও থাকতে পারে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা আসবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। কিন্তু সৃজনমূলক কর্মে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। সাবধানে রাস্তা পারাপার করুন। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওং শিবায় নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৯২

১		২	■	■	৩		৪
	■	৫				■	
	■		■	■	■	৬	
৭	৮			■	■		■
■		■		৯	১০		১১
১২		■	■	■		■	
	■	১৩				■	
১৪			■	■	১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বেআইনি ৩। একধরনের ছোট পাখি ৫। প্রণামী ৬। বন্যা, জলপ্লাবণ ৭। বশীভূত ৯। জলাশয়াদির উপর ধার্য খাজনা ১২। বাসভবন ১৩। আতপ চাল ১৪। মেটে, পাঁশুটে ১৫। অতি অল্প সময়।

উপর–নীচ

১। সত্যের যা হওয়া অনুচিত ২। অর্থ ও পরিজন ৩। চড়া ৪। আগুন জ্বালাবার উপকরণ ৬। অ্যাপাটে ভাব, ছিট ৮। রুজু ১০। অসংখ্য, অগণিত ১১। রসপূর্ণ ১২ সংঘটনকর্তা যে ঘটায় ১৩ এটা মিটিয়ে অনেকেই খায়।

সমাধান : ২৯১

পাশাপাশি : ১। অথই ৪। গরবি ৬। করকমল ৮। সরখেল ৭। তানপুরা ৯। লঙ্গরখানা ১১। নাবিক ১২। দস্তানা।

উপরনীচ : ১। অবিকল হস্তক ৩। আঁচল ধরা ৪। গম্ভীর ৬। সরলপ্রাণ ৭। তানানানা ৮। পুলক ১০। রসদ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

গাড়ির ধাক্কায় বাঘরোলের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : গত ২৯ এপ্রিল, আমতা–বাগনান সড়কে ফতেপুরের কাছে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারায় একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বাঘরোল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পরিবেশকর্মী ও গ্রীন চেন মুভমেন্টের পরিচালক শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত। তিনি বনবিভাগে খবর পাঠান। বন দফতর বাঘরোলটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন গড়চুমুক প্রাণী কেন্দ্রে। প্রদীপ বাবু বলেন –বাঘরোল বা গোবাঘা একটি বিপন্ন প্রাণী। এটি আই ইউ সি এন– এর লাল তালিকাভুক্ত যার অর্থ এটি চরম সংকটাপন্ন। ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন(১৯৭২)– এও বাঘরোল ১ নম্বর তালিকা ভুক্ত অর্থাৎ এর সংরক্ষণ খুব জরুরী। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায়ই প্রাণীটির মৃত্যু ঘটছে। এই এলাকাতেই অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকটি বাঘরোল মারা পড়ল। তিনি দুর্ঘটনা থেকে বাঘরোল বাঁচাতে সমস্ত গাড়ির চালকদের সচেতন হতে বলেন। সাথে সাথে তিনি আরও বলেন– বাঘরোল করিডর এলাকায় বাম্পার ও সচেতনতার বোর্ড টাঙানোর কথা বলেন।এক সময় মানুষের হাতে প্রচুর বাঘরোল মারা পড়েছে, এখন মারা পড়ছে দুর্ঘটনায়। শিক্ষক ও বিজ্ঞান কর্মী অজয় মান্না জানালেন–আমাদের রাজ প্রাণী বাঘরোলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। গ্রামীণ এলাকায় জলাভূমি অধিগ্রহণ করে বাঘরোল সহ গ্রাম্য বন্যপ্রাণী গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।বন দফতর সূত্রে জানা যায়– রাজ্য প্রাণী বাঘরোল বাঁচানোর জন্য বছর ধরেই তাদের নজরদারি ও সচেতনতার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তা সত্ত্বেও বাঘরোলের মৃত্যু অবশ্যই দুঃখজনক।

ঝড়ের তান্ডবে ভেঙে পড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘী : বুধবার রাতে ঝড়ের তান্ডবে ভেঙে পড়ল বাড়ি,মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর। ঘটনায় চাঞ্চল্যের ছড়িয়ে পড়ে রায়দিঘি থানার মহবতনগর এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন রায়দিঘীর বিধায়ক অলোক জলদাতা। জানা যায়, বুধবার রাতে হালকা বৃষ্টির সাথে ঝড়ের তাণ্ডবে রায়দিঘি মহব্বতনগর এলাকায় একাধিক কাচা বাড়ি ও গোয়ালঘর ভেঙে পড়ে ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর। ঘটনার পর বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জান রায়দিঘির বিধায়ক জলদাতা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলে সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

ক্রাইম ডেস্ক

বিপুল টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দুপুরে নাকা চেকিং চলার সময় ঝাড়খণ্ড থেকে রামপুরহাট আসার পথে সুরচুয়া রাস্তায় একটা চারচাকা গাড়ি থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। রামপুরহাটের দেশবন্ধু রোডের বাসিন্দা দুলাল বাজাজ গাড়িটা ঝাড়খণ্ড থেকে রামপুরহাটে দিকে নিয়ে আসছিল। বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশসূত্রে খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ২৭ এপ্রিল গভীররাতে একটি মোটরবাইকে করে ঝাড়খন্ড দিক থেকে বীরভূম জেলার নলহাটি দিকে আসছিল এক ব্যক্তি। সেইসময় নাচাপাহাড়ী গ্রামে নলহাটি থানার পুলিশ নাকা চেকিং চলায় সেখানেই মোটরবাইক আরোহী কাছ থেকে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া টাকার কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই বিপুল পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। সাত রাউন্ড কার্তুজ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নূর মহম্মদ মল্লিক বাড়ি ময়ূরেশ্বর থানার প্রজাপাড়া গ্রামে।

অঙ্গনওয়াড়ির কাছে ক্লাবে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র লাগোয়া ক্লাবে মজুত বোমা ফেটে বিস্ফোরণ। অভিযোগ পাশে রয়েছে প্রাথমিক স্কুলও। ক্লাবটির নিয়ন্ত্রক শাসক আশ্রিত বালিঘাটের কারবারিরা। গত রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বোমার বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গ্রাম। নিমেষে আতঙ্ক ছড়ায় ইলামবাজার ব্লকের শীর্ষা গ্রামপঞ্চায়েতে অন্তর্গত বড় নবগ্রামে। জ্যারিকেন ভর্তি মজুত বোমা ফেটে ক্লাবের পিলারে চিড় ধরে যায়। ঘটনার খবর চাউর হতেই শাসক সন্ত্রাসে তটস্থ গ্রাম থম মেরে গিয়েছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী জানিয়েছে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিকট শব্দ শুনে আমরা চমকে যাই। জানতে পারি, অঙ্গনওয়ারি ও প্রাথমিক স্কুল লাগোয়া যে ক্লাবটি রয়েছে তাতেই মজুত ছিল বোমা, গরমের কারণে তা ফেটে গিয়েছে। ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। শাসকদলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে থাকা গ্রামের ক্লাবটিও চলে তাদের নির্দেশে। মূলত বালিঘাটি কারবারিদের ওঠাবসার ঠিকানা ক্লাবটি। লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই ক্লাবে জ্যারিকেন ভর্তি বোমা কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে রেখেছিল তা নিয়ে নানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যদিও পুলিসের তরফে কোনও কিছুও খোলসা করা হয়নি।

ভাইয়ের হাতে খুন দাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জায়গা জমি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন হল দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি ব্লকের অন্তর্গত করঞ্জলী আলী পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল দাদা সালাউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে ভাই সাইফুদ্দিন মোল্লার। গত শুক্রবার দিন সেই বিবাদ চরমে পৌঁছায়। এরপরই খেলার ব্যাট দিয়ে এলপাথারি দাদাকে পেটাতে থাকে ভাই সাইফুদ্দিন। মাথার পেছনে একাধিকবার ব্যাট দিয়ে আঘাত করতে থাকে ভাই। গুরুতর আহত অবস্থায় দাদা সালাউদ্দিন মোল্লাকে কুলপি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু সেখানেও তার অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। নেমেছে শোকের ছায়া।

অমানবিক! ধাক্কা মেরে পালাল অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : যে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে জীবন বাঁচায় মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ, সেই অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় এক বাইক চালক গুরুতর জখম হয়ে রাস্তায় পড়ে রইলেন।অমানবিক অ্যাম্বুলেন্স চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেন। এমনই বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রীজ।স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় গুরুতর জখম বাইক চালক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে বাইক চালিয়ে ক্যানিংয়ে যাচ্ছিলেন বাসন্তীর চড়াবিদ্যার বাসিন্দা সৈদুল লস্কর।ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রীজে এক অ্যাম্বুলেন্স চালক তাকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার উপর পড়ে যায় বাইক চালক।গুরুতর জখম হয়।যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।ঘটনার পর অমানবিক অ্যাম্বুলেন্স চালক পালিয়ে যায়।পথচলতি মানুষজন এগিয়ে আসে। উদ্ধার করে দুর্ঘটনাগ্রস্থ যুবককে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই যুবক। ঘটনা প্রসঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকের স্ত্রী সাবিয়া বিবি জানিয়েছেন, 'দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে,কিন্তু যে অ্যাম্বুলেন্স রোগীকে বাঁচানোর জন্য তৎপর গ্রহণ করে,সেই অ্যাম্বুলেন্স একজনকে ধাক্কা মেরে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে পালিয়ে গেল।'

সিএএ পোর্টালে দরখাস্তকারীর সংখ্যা ১০ হাজার : শান্তনু

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়াগড়ে সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এই বিতর্কিত আবহের মধ্যেই সঙ্ঘটিত হতে চলেছে ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচন। উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরের ঠাকুর পরিবারের সদস্য তথা সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাধিপতি তথা সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। সম্প্রতি গাইঘাটা বাজারে প্রচারে বেরিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'সিএএ মানুষের অধিকার। যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের অবশ্যই নাগরিকত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার কি বলছে না বলছে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা এদের জন্য মতুয়া মহাসঙ্ঘের কার্ড করিয়ে দিচ্ছিলাম। যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়। এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় ৫ লক্ষ কার্ড হোল্ডার সদস্য আছে। ইতিমধ্যে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার মানুষ নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন। সিএএ নিয়ে যে প্রচার তৃণমূল সরকার করেছে, তা ভুল প্রচার। তা নর্দমায় চলে গিয়েছে। যারা উদ্বাস্তু সাধারণ মানুষ, তারা জানে যে সিএএ কতটা জরুরি। কারণ তারা বার্থ সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিআইবি ইনকোয়ারিতে ভুগছেন। সিএএতে কারা কারা আবেদন করেছেন, আমার কাছে তার তালিকা রয়েছে।

এপ্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, শান্তনু ঠাকুর মিথ্যা কথা বলছেন। এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে আমরা একজনকেও পাইনি, যে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করেছে। আমি এই দেশে রয়েছি। আমি ভারত সরকারের কাছে নাগরিকত্ব চাইব, তার মানে আমি অনুপ্রবেশকারী। এটা কেউ করে নাকি! উন্নয়ন প্রসঙ্গে শান্তনু বলেন, 'মোদীজীর প্রধানমন্ত্রীত্বের দশ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা এককথায় ব্যাপক। নরেন্দ্র মোদীজী আসার আগে মানুষ এটা পায়নি। শান্তনুর এই দাবির বিরোধিতা করে বিশ্বজিৎ বলেন, 'বিজেপি প্রার্থীর এই দাবি ভিত্তিহীন।' অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের প্রচারে সাম্প্রতিক ব্যাপক ধুন্ধুমার নিয়েও ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনার আশঙ্কায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তারা মনে করেন, সন্দেশখালির মহিলা এবং বিজেপি প্রার্থীকে ভয় শাসকদলের। এদিন রেখা পাত্রসহ মহিলারা তুলে ধরেন সন্দেশখালির অত্যাচারের কথা। তাই কি রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ শাসকদলের? উঠছে এমন প্রশ্নও। কারণ এদিন এই অত্যাচারের কথা তুলে ধরার পর এদিন রাজ্যের জনৈক বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদারের উপর চড়াও হয় এলাকার মহিলারা। কারা এই মহিলা? এমন প্রশ্নও উঠছে এলাকাজুড়ে। কারণ সন্দেশখালি কার্যত এখন শাসকের কাঁটা। ফলে তৃণমূল আশ্রিত মহিলারাই এই বিক্ষোভে শামিল হওয়া অস্বাভাবিক নয় বলে মন্তব্য করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক তৃণমূল সমর্থক।

হিন্দু ভোট কোনভাবেই বিভাজন করা যাবে না বলে উল্লেখ করে অর্চনা মজুমদার। এহেন অবস্থায় দাঁড়িয়ে সন্দেশখালির যদি রেখা পাত্র হেরে যান, তবে তার পরিণাম নিয়েচিন্তিত রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলেরই একাংশ।

অগ্নি মহড়া

অরিজিৎ মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার: তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলা এরই মাঝে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটছে। অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেতনতামূলক মহড়া করল ডায়মন্ডহারবারের ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ডহারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই মহড়া করা হয় দমকলের পক্ষ থেকে। মহড়া শেষে দমকল কর্মীরা জানান, তীব্র গরমে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে তাই কোথাও আগুন লাগলে প্রাথমিকভাবে যাতে সেই আগুন নেভানো যায় সেজন্যই ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সচেতনতামূলক এই মহড়া করা হয়। মূলত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের কে এই বিশেষ মহড়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নয় স্কুল কলেজ বাজার রেলস্টেশন ও লোকালয়ে মহড়া করে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

ঘুমুরিয়ায় অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত ২১টি পরিবারের সহায়তায় তৎপর প্রশাসন

দেবাশিস রায় : তীব্র দাবদাহের মধ্যেই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সর্বস্বান্ত হয়ে কার্যত পথে বসেছে ২১টি পরিবার। একইসঙ্গে আগুনে পুড়ে শতাধিক গবাদিপশু হতাহত এবং অগ্নিদগ্ধ এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুমুরিয়া গ্রামে। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারগুলোর প্রতি যথাযথভাবে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন ঘুমুরিয়া গ্রামের হাজরাপাড়ায় একটি বাড়ির রান্নাঘরে প্রথমে আগুন লাগে। তারপর সেখান থেকেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে পরপর ঘরগুলিতে। আগুনে ভস্মীভূত হয় একাধিক গোয়ালঘরও। ওইসব গোয়ালে সেইসময় শতাধিক ভেড়া রাখা ছিল। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজের সামর্থ্য মতো আগুন নেভাতে এবং উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।পরে কাটোয়া

থেকে দমকল বাহিনী পৌঁছয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হৃদয় বিদারক ওই ঘটনার খবর পাওয়ার পর তড়িঘড়ি এলাকায় ছুটে যান একাধিক প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা–কর্মীরা। ভয়াবহ ওই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সব হারিয়ে কার্যত খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোট ২১টি পরিবারের ঘরবাড়ি, বাসনকোসন, আসবাবপত্র, সাইকেল, বইপত্র...সবই পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির গোয়ালে রাখা শতাধিক ভেড়া অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এপর্যন্ত ৮৫টি ভেড়া মারা গিয়েছে। মৃত গবাদিপশুগুলিকে নিকটবর্তী ব্রহ্মাণী নদীর নিরিবিলি তীরে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়। এখন প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সরকারি নিয়মে সহায়তা প্রদানের যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হয়েছে। মে দিবসে ছুটি থাকলেও সেই কাজে সকলেই তৎপর রয়েছেন।

ঝড়খালিতে বাঘেদের জন্য বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বাঘেদের জন্য এই তীব্র তাপদহে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা নেওয়া হলো। চিড়িয়াখানা বা এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে খাঁচাবন্দি প্রাণীদের অবস্থা বেহাল। গরমে কাহিল হয়ে পড়ছে তাঁরা। তারা এই পরিস্থিতিতে ঝড়খালির সুন্দরবন ওয়াইল্ড আনিম্যাল পার্কে প্রতিবছরের মতো এ বছরও বাঘেদের ঠান্ডা রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল। ঝড়খালি পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'বেলা পাইপের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে তাদের স্নান করানো হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া ওআরএস পাউডার জলে গুলে খাওয়ানো হচ্ছে। এছাড়া বাঘেদের খাঁচার সামনে বিশালাকার স্ট্যান্ড ফ্যান রেখে খাঁচার মধ্যে বাতাসের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে। এনক্লোজারের মধ্যে তাদের স্নান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বাথ টাব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন দপ্তর ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাঘেদের পরিচর্যায় কোনও ত্রুটি রাখতে চাইছে না। এছাড়া বাঘেদের স্নানের জন্য প্রাকৃতিক পুকুর তো তাদের এলাকাতেই রয়েছে। এছাড়া এনক্লোজারের মধ্যে ছায়ারও ব্যবস্থা করতে ছাউনিও করা হয়েছে। পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফে নিয়মিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সেইমতো চলছে দক্ষিণরায়দের পরিচর্যা। ঝড়খালির সুন্দরবন ওয়াইল্ড আনিম্যাল পার্কের সুপারভাইজার দীপঙ্কর সরকার বলেন,ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মেনেই বাঘেদের নিয়মিত স্নান করানো হচ্ছে। ভিটামিন এ ডি থ্রি সাপ্লিমেন্ট এবং ওআরএস দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। সারাদিনে দু'বার করে আমরা স্নান করাই। এছাড়া ক্লোজারে বাথ টাব জল রাখা থাকছে সব সময়। বাঘ গুলিকে সব সময় পর্যবেক্ষণ রাখা হচ্ছে।এই গরমের সময় বাঘেদের হজমশক্তি কমে যায়।তাই তাদের হজম শক্তির সাথে মানানসই হালকা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

দৈত্যাকার ট্রাককে ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূজালী থেকে একটি দৈত্যাকার ট্রাক বিশাল আকার ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মার নিয়ে সুভাষগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। হুগলি নদীপথে হায়দরাবাদ থেকে মাস দুয়েক আগে পূজালী ঘাটে নামে। ট্রাকটির ওজন ৩২০ টন। মোট ১২৮ টি চাকা আছে। লম্বায় প্রায় ৮৫ ফুট। উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট। প্রথমে কথা ছিল পূজালী থেকে ট্রাকটি নবনির্মিত চড়িয়াল সেতুর ওপর দিয়ে তারাতলা হয়ে জেমস লং সরণী হয়ে সোনারপুরের সুভাষগ্রামে যাবে। কিন্তু সে সময় অনেকেই আশঙ্কা করেন নবনির্মিত চড়িয়াল সেতুর ক্ষতি হতে পারে। তাই বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্তের হস্তক্ষেপে বিষয়টি থমকে যায়। ২৬ এপ্রিল রাত ১১টার সময় ট্রাকটি নতুন করে ছাড়ে। রুট ঠিক হয় চড়িয়াল থেকে ডান দিক হয়ে বাওয়ালি বাখরাহাট–রায়পুর মোড় আমতলা হয়ে বারুইপুর রোড ধরে সোনারপুরে যাবে। ২৭ এপ্রিল সকালে বিবিআইটির কাছে ট্রাকটির পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। বিবিআইটির ওখানে চড়িয়াল খালের উপর একটি বিকল্প সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ট্রাকটিকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ২৬ এপ্রিল রাতে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। গৌরাঙ্গতলার কাছে এসে থমকে যায়। দীর্ঘক্ষণ পাওয়ার কাট হওয়ার কারণে গরমে নাজেহাল হয় মানুষ। এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। বাওয়ালি বাখরাহাট আমতলা এলাকার মানুষজন আশঙ্কা করছে এত বড় ট্রাক যদি তাদের এলাকা দিয়ে যায় অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। যা নিয়ে মানুষজন এখন থেকেই আতঙ্কিত। অনেকের দাবি সুভাষগ্রামের পাওয়ার গ্রিড সেন্টার ট্রান্সফরমার পাঠাবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, জানি না কীভাবে ওই সমস্ত এলাকা দিয়ে ট্রাকটি যাবে। আমিও চিন্তায় আছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি এই প্রসঙ্গে বলেন, পুরো বিষয়টা আমি জেনে নিয়ে ব্যবস্থা নেব। বিবিআইটির কাছে ২দিন আটকে যায় ট্রাকটি। ৩০ এপ্রিল ট্রাকটি দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ডে আসে। বাওয়ালি মোড়ে আবারও আটকে যায়। ট্রাকটি ৩মে সুভাষ গ্রামে পৌঁছোনোর কথা। এখন প্রশ্ন আমতলার মতো সংকীর্ণ এলাকা দিয়ে কীভাবে এবং কবে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবে।

ছবি : অরুণ লোধ

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বস্তী উন্নয়নের নামে পঞ্চাশ হাজার মানুষের উচ্ছেদ পরিকল্পনা–এম এল এ নীরব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সি এম ডিএ চেতলায় বস্তী উন্নয়নের নামে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সি এম ডিএ এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছে ডিমনসট্রেশন প্রজেক্ট।" সংবাদে প্রকাশ, উত্তরে জাজেস– কোর্ট রোড, দক্ষিণে চেতলা হাট রোড, পূর্বে গোপাল নগর রোড এবং পশ্চিমে আলিপুর রোডের প্রায় ১৪ একর জমি এই পরিকল্পনার আওতায় পড়েছে। এই এলাকার ভিতর রয়েছে গোপাল নগর রোড ও নবরায় লেনের বহু দোতলা ও তিনতলা বাড়ী। স্থানীয় ব্যক্তিরা জানালেন, প্রকৃত বস্তীকে না ভেঙ্গে যেখানে আলো, ড্রেন ও পাণীয় জলের সুব্যবস্থা আছে যে সব অঞ্চলকে ভাঙ্গার পিছনে রয়েছে এক চক্রান্ত। আরও জানা গেল, গত ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত সরকারী গেজেটের নোটিফিকেসনে স্থানীয় এম এল এ ডাঃ কানাই সরকার, তাঁর ভাই বি. সরকার, কৃষ্ণা সার্ভিস ষ্টেশনে এবং তার সংলগ্ন একখানি তিনতলা বাড়ী ও বস্তীর মালিক গুরুপদ হালদারের অংশ প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পি কে সেনগুপ্ত বন্ধী নম্বর ৬সি, ৬জে, কে ও এইচ, গোপাল নগর রোডের ১০৩, ১৬ডি, ১৬।১সি প্রভৃতি বাড়ী কায়দা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। সি এম ডিএর বস্তী উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পড়েও এম এল এ ও তাঁর আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহীদের বাড়ী ও বস্তীর অংশ ভাঙ্গা থেকে রেহাই পাওয়াতে স্থানীয় বাসীন্দারা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। স্থানীয় উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক শ্রীকেষ্ট দত্ত জানালেন ইতিমধ্যে এম এল এ ডাঃ কানাই সরকারের বাড়ীর সামনে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং সি এম ডিএ কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলে তাঁরা এই ধরণের জনস্বার্থ বিরোধী পরিকল্পনা বাতিল করার দাবী জানিয়েছেন। সি এম ডিএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল, চেতলার এই ডিমনসট্রেশন প্রজেক্ট রূপায়িত হলে বহু তল বিশিষ্ট বাড়ী নির্মিত হবে এবং তাতে দশ হাজার লোকের সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। কর্তৃপক্ষ আরও জানালেন প্রায় ১০ একর অতিরিক্ত জমি বিক্রয় করে ১কোটি ২৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, এই জমি বিক্রয়কে কেন্দ্র করে আলিপুরের পুঁজিপতিদের মধ্যে টাকার খেলা চলেছে। চেতলাবাসীর প্রশ্ন সব কিছু জেনে শুনে এম এল এ নীরব কেন?

৮ম বর্ষ, ২০শে এপ্রিল ১৯৭৪, শনিবার, ২৩শ সংখ্যা, ৬ই বৈশাখ, ১৩৮০

বজবজে জল প্রকল্পের পিছনে হোগলা বনে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : : ২৮ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার ডোঙারিয়া আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের পিছনে হোগলা বনে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। ওইদিন রাত ৮ টার সময় ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখা যায়, ডোঙারিয়া মনসাতলা এলাকার মণ্ডলপাড়া ও কোটাল পাড়ার কাছে ৭৫ নম্বর বাস রুটের বাঁদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে হোগলাবন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে ব্যস্ত। ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। আগুন ক্রমশ জনবসতির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পুরো এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। বাড়ি থেকে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ

রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার পরামানিক বলেন, রাত বারোটা নাগাদ আগুন আয়ত্তে আসে। বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তবে একটি দোকানের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। কিভাবে এত বড় আগুন লাগল সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চিকিৎসকের অভাবে সমস্যায় পুরন্দরপুর গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : চিকিৎসকের অভাবে চরম সমস্যায় সুন্দরবনের রায়দীঘির পুরন্দরপুর গ্রামীণ হাসপাতাল। এখানে তিনজন চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু একজন চিকিৎসককে অন্যত্র স্থানান্তর করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।ফলে হাসপাতালটিতে বর্তমানে মাত্র দু'জন চিকিৎসক আছেন। যাদের দিয়ে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত রায়দিঘি এলাকার মানুষ। প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।আর চিকিৎসকের অভাবে ডাক্তার দেখাতে এসেও অনেক সময় রোগীদের হাসপাতাল থেকে ফিরে যেতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ।প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসকদের ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করতে হচ্ছে। আরও একজন চিকিৎসকের অবিলম্বে দরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।আর এ ব্যাপারে এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ভোলানাথ প্রামানিক বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসক দেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এলাকার মানুষ চায় দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।

রেকর্ডে স্থান শিল্পী ঝুলনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : বীরভূম জেলা মুকুটে নয়া পালক –অযোধ্যায় শ্রীরামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ওইদিন সিউড়ি বিজেপি কার্যালয়ে প্রাকৃতিক নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি ষাট ফুট বাই পঞ্চাশ ফুটের বিশাল আকার রামের ল্যান্ড আর্ট তৈরি করেছিল ঝুলন মেহতারী। যা ন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস এ স্বীকৃতি পেয়েছে। মঙ্গলবার শিল্পী ঝুলন মেহতারীর হাতে সিউড়ি কার্যালয়ে সাটিফিকেট তুলে দিলেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা। ঝুলন মেহতারী বলেন, অসংখ্য সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে দুবরাজপুরে এইধরনের কাজ করবো।"

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৪ মে – ১০ মে ২০২৪

দহন জ্বালা রুখতে

গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে গরমকালে গরম লাগবে এতো ভবিতব্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলার এমন বিদ্রোহী গরম প্রায় নজির বিহীন। গণমাধ্যম, বিশেষজ্ঞ ও সরকারের নানা বক্তব্য উঠে আসছে বৈশাখ মাসের গরম আবহাওয়াকে ঘিরে। পশ্চিমবঙ্গে আবহাওয়া বিপর্যয়ের যে লক্ষণগুলি সাধারণ মানুষের চোখে উঠে এসেছে সেগুলি হল– সাধারণ কাল বৈশাখী ঝড় প্রায় লুপ্ত, যে ঝড় আসে তা যেন সর্বগ্রাসী, বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় হলেই প্রাণ যাচ্ছে মানুষের আর অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বায়ু। একসময় আলিপুর বার্তা পত্রিকায় দিনের পর দিন লেখা হয়েছিল কেন আবহাওয়াতে নিয়মিত চলে আসা ছন্দের পতন ঘটেছে। ইদানিংকালে প্রশ্ন উঠেছে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৮৩ সালে রাজস্থানের থর মরুভূমির বেশ কিছুটা অংশে কৃত্রিম বনসৃজনের জন্য নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিপাত সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরিতে বাধাসৃষ্টি হয়েছে। রাজস্থানের ওই অঞ্চলে তীব্র গরম না হলেও দেশের বিরাট অংশে অত্যাধিক গরম বায়ু প্রবাহ চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গও সেই দহন জ্বালা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গত এক দু'দশক ধরে দেখা যাচ্ছে ধুমধাম সহকারে অরণ্য সপ্তাহ পালনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দিবস পালিত হয়। ঠাণ্ডা ঘরে অনেক মূল্যবান আলোচনা হয় বা মূলত ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে। বহু গাছের চারা বিতরণ হয়। ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে নানা অনুষ্ঠানে সভা মঞ্চে অতিথি বক্তাদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্লাস্টিকের কমব্যবহারের জন্য মৃদু হলেও প্রচেষ্টা চলছে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে রাজধানী শহর কলকাতায় নগরায়ণের দ্রুত বিস্তার কামনায় নিয়মিত জলাশয়ের গঙ্গাযাত্রার পাশাপাশি বৃক্ষচ্ছেদন অপরিহার্য কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজোর সময় বিজ্ঞাপনে শহরের মুখ ঢেকে দিতে ডালপালা ছাঁটার নামে চলে গাছগুলির ওপর জীবননাশের খেলা। বর্ষা এলেই সামান্য ঝড়ে ভারসাম্যহীন রাজপথের গাছগুলি আছড়ে পড়ে মাটিতে। গাড়ির ওপর পড়ে প্রাণহানির খরবও মেলে প্রায়শই। গাছগুলি রাজপথে পড়ামাত্রই দ্রুত খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয়। না, কোন বৃক্ষ রোপণের দায় দায়িত্ব তাদের থাকে না। এমনই দায়দায়িত্ব থাকে না রাস্তার আবর্জনা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করা পুরকর্মীদের। তারা পরিবেশ দূষণের ধার ধারেন না। কলকাতা শহরের বহু রাস্তায়, পাড়ায় এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা তবু মাঝে মধ্যেই এলাকা পরিষ্কারের নামে চলে এমন ধারার কাজ। এই সমস্ত কর্মীদের নিয়েই ঠাণ্ডা ঘরে সেমিনার করা উচিত। বৃক্ষচ্ছেদন থেকে ঝাঁট দেওয়া কর্মীরা। যদিও পুরসভার নিজস্ব ছোট ছোট গাড়িতে রাস্তায় জড়ো করা আবর্জনা সংগ্রহের পরিকাঠামো রয়েছে। পুকুর বোজানোর প্রকৃত সময় এই গ্রীষ্মকাল। জলস্তর নেমে যাওয়া পুকুরে রাখব বোয়ালদের মদতে চলে জলাশয়কে স্থলভাগ গঠনের কাজ। যেখানে পরিবেশকর্মীরাও চুপ থাকতে বাধ্য হন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, স্থানান্তরে রক্ষিত পদ্মরাজার শবে বিদূরথের জীব প্রবেশ করলেন, কিন্তু প্রেত নির্ভুল ভাবে সেই পথ–ঠিকানা জানতে পারে কিভাবে? বশিষ্ঠ বললেন, বিদূরথের অন্তরে পদ্মরাজার দেহগত অহংভাব সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল। সেই জন্য পদ্মরাজার ভবন তাঁর কাছে অতি পরিচিত থাকায় সেই পথে গমন করা সহজেই সম্ভব হয়। রাম বললেন, যে মৃতকের পিণ্ডক্রিয়াদি হয়নি, সে শরীর লাভ করে কিভাবে? বশিষ্ঠ বললেন, পিণ্ডদান না হওয়া সত্ত্বেও যদি মৃতক ভাবনা করে পিণ্ডদান হয়েছে, তবে দেহলাভ করতে পারা যায়। বুদ্ধিতে যে ভাব দৃঢ় হয়, জীব তাতে তন্ময় হয়ে যায়। ভাবনায় যদি পিণ্ডক্রিয়া অকার্যকর প্রতীয়মান হয় তবে স্বজন দ্বারা পিণ্ডদান হলেও তার ফললাভ হয় না। ভাবনাবলে পদার্থ সত্যরূপে প্রতীত হয়, ভাবনা আবার কারণ থেকে উদিত হয়। একমাত্র ব্রহ্মই স্বয়ংপ্রকাশ, তিনি ভাবনারহিত এবং কারণশূণ্য। ধর্মে অবিশ্বাসী মৃতকের স্বজন যদি প্রেতের উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠান করে, তবে তার ফলাফল কি হয় রামের এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ বললেন, শাস্ত্র–বিধি ও দেশ–কাল–ক্রিয়া দ্রব্যবল দ্বারা বান্ধবগণের অন্তরে বাসনা উদিত হলে তারা সেই ভাবনা অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান বশিষ্ঠ বললেন, সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা পদ্ম রাজার ভবনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন পদ্মরাজার পুষ্পাচ্ছাদিত শবপার্শ্বে দ্বিতীয় লীলা শায়িত দেহে চামর বীজন ক'রছেন। রাম বললেন, প্রবুদ্ধ লীলা তাঁর স্থূল দেহ পরিত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে সরস্বতীর সঙ্গিনী হয়ে যথেচ্ছ বিহার করছেন, তাঁর স্থূল দেহ কোথায় গেল? বশিষ্ঠ বললেন, লীলার সেই শরীরের সত্যতা কি আছে? সে শরীর তো এক ভ্রম। যত যত লীলা জ্ঞান–প্রবুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ভ্রমাত্মক স্থূল দেহ ততই উষ্ণতাপ্রাপ্ত বরফের মত গলে গিয়েছে। লীলা সুক্ষ্ম আতিবাহিক দেহগত হয়ে এখন যা দেখছে, সেই ভূমি–জল–তেজ–বায়ু ইত্যাদি আধিভৌতিক রূপেই প্রতিভাত ছিল, যার কোন সত্যতা নেই। কেবল ভ্রমাত্মক ভাবনাবলেই উদিত ছিল। নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে যেমন। স্বপ্নদৃশ্য তরলীকৃত হয়ে যায়, তেমনই জ্ঞানের জাগরণে স্বাপ্নিক কল্পনাত্মক জগৎ এমনকি স্বীয় দেহও কাঠিন্য ত্যাগ করে তরল এবং বায়বীয় হয়ে উধাও হয়ে যায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আকর্ষণের কেন্দ্রে বসিরহাট

বিজেপির রেখা পাত্র আদৌ কি রেখাপাত করতে পারবেন

কুনাল মালিক

এবারের লোকসভা নির্বাচনে আকর্ষণের কেন্দ্রে আছে বসিরহাট। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে সন্দেশখালি। যে সন্দেশখালিকে নিয়ে দেশ এবং দেশের বাইরেও আজকে আলোচনা চলছে। ২০০৯ সাল থেকে এই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। যদিও ১৯৮০ থেকে এই বসিরহাটে একচ্ছত্র রাজ করেছে সিপিআই। ১৯৯৬ সাল থেকে টানা সাংসদ ছিলেন অজয় চক্রবর্তী সিপিআইয়ের। ২০০৯ সালে তার বিজয় রথ থামিয়ে দেয় হাজী নুরুল ইসলাম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে। সেই সময় বিজেপি এখানে তৃতীয় স্থানে ছিল। বিজেপি প্রার্থী ছিল স্বপন কুমার দাস তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৬৭ হাজার ৬৯০টি ভোট। হাজী নুরুল ইসলাম পেয়েছিলেন ৪ লাখ ৮০ হাজারের কাছাকাছি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিলেন সিপিআইয়ের অজয় চক্রবর্তী তিনি পেয়েছিলেন ৪ লাখ ১৯ হাজারের মতো ভোট। ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি এই কেন্দ্রে ক্ষমতা বাড়াতে থাকে। ওই বছর ইদ্রিস আলী তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে জিতলেও বিজেপি তৃতীয় স্থানে থেকেও ২ লাখ ৩৩ হাজার ভোট পেয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির। ২০১৯ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল অভিনেত্রী নুসরাত জাহানকে। তিনি আবারও এই আসনে জয়লাভ করেন। তবে সকলকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপির সায়ন্তন বসু। তিনি ভোট পেয়েছিলেন ৪ লাখ ৩১ হাজার। বিজেপির ভোট ৩০.১২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর তৃতীয় স্থানে চলে যায় সিপিআই প্রার্থী পল্লব সেনগুপ্ত। তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৬৮ হাজার ভোট। এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিকে ঘিরে গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতি চর্চিত হয়। সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেখা পাত্রকে ফোন করায় বিষয়টি আরো অন্য মাত্রা পেয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সন্দেশখালিকে ভর করে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৯৬ জন। এই কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা হল সন্দেশখালি, বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট উত্তর ও বসিরহাট দক্ষিণ। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৪ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষ রয়েছেন। যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ভরসা। তবে সন্দেশখালীর ঘটনার পর চোখে পড়ছে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষই এবার রেখা পাত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা যন্ত্রণার হিসাব বুঝে নিতে এখন অনেকেই মরিয়া। ইডির ওপর হামলার ঘটনার পর শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পর বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালিতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে শেষ দফা নির্বাচনে ওখানে লড়াইয়ে থাকবেন। আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকীও জোর প্রচার শুরু করেছেন তাদের প্রার্থী আক্তার রহমান বিশ্বাসের হয়ে। মুসলিম সমাজকে যে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যবহার করত তার বিনিময়ে মুসলিম সম্প্রদায় কিছুই পায়নি এই বিষয়টিকেই বিভিন্ন জনসভায় তুলে ধরছেন। প্রসঙ্গত তার জনসভা গুলিতে ও মানুষের উপস্থিতিও চোখে পড়ছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে সন্দেশখালি রেখা পাত্র। যদি আইএসএফ

রেখা পাত্র, হাজির নুরুল ইসলাম, আক্তার রহমান বিশ্বাস

কেন্দ্রের ভোটারদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। তৃণমূল এখানে আবার পুরনো দিনের হাজী নুরুল ইসলামকে প্রার্থী করেছে। অন্যদিকে বামপ্রার্থী হিসেবে সিপিএমের নিরাপদ সরদার লড়ছেন। আইএসএফ এখানে প্রার্থী করেছে আক্তার রহমান বিশ্বাসকে। বসিরহাট লোকসভা এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশ বদলাচ্ছে। তৃণমূলের অনেক ভোট ম্যানেজাররাই এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সন্দেশখালির ঘটনায় এখন তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রাজ্য সরকারের আবারো মুখ পুড়েছে। শোনা যাচ্ছে বিরোধী প্রার্থী সংখ্যালঘুর ভোট ব্যাংকে থাবা বসায় এবং বিজেপি প্রার্থীর রেখা পাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে রেখাপাত করতে পারেন তাহলে বসিরহাটে লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। তবে তা দেখার জন্য আমাদের ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বিকল্পের খোঁজে

মাধব চাঁদ আচার্য্য

ভোট বড় বালাই। এই ৪২–৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে দেড়মাস ব্যাপী নির্বাচন প্রক্রিয়া কি খুব বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর? যেখানে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে, সেখানে রাজনৈতিক নেতানেত্রী যারা আমাদের ভবিষ্যৎ 'ভাগ্য–বিধাতা' তাদের এই চড়া রোদে রাস্তায় নামানোর কি খুব দরকার ছিল? আর তাদের অনুসরণকারি ভক্ত মণ্ডলীকে দলের মিছিলে শামিল করানো, দলীয় প্রার্থীর পক্ষে গলা ফাটানো, শ্লোগান দেওয়ানো, মিছিলে হাঁটানো, আদিবাসী ভাই বোনকে দিয়ে নাচ–গান করানো, কাঠ ফাটা রোদে রাস্তায় নামানোর কি যুক্তি আছে বলুন তো?

এদিকে স্কুল বন্ধ। বহু শিশু গ্রাম বাংলায় ও শহরের বস্তি অঞ্চলে এই রোদে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গুলি খেলে ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে দাওয়ায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে গান শোনে, রিল দেখে ও ভিডিও গেম খেলছে — এটা কি তাদের দোষ, বলুন তো? সে তো মিড ডে মিলের খাবার পাচ্ছে না, বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে খেলতে পারছে না, কারো সঙ্গে খুনসুটি করতে পারছে না, আবার ঘরে বসে যে নিজে নিজে পড়তেও পারে না— এসবই কি শিশুদের দোষ? অন্যদিকে, সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবা মা সন্ধ্যাবেলা বা রাতের বেলা বাড়িতে ফিরে দেখে ঘরদোর অগোছালো, বাসনপত্র নোংরা অবস্থায় পড়ে আছে, জামা কাপড় ধোয়া হয়নি, ছোটো বাচ্চাটার জ্বর সারছে না তখন সে কীভাবে মাথা ঠিক রাখবে বলতে পারেন?

যে সমস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী দিনরাত এক করে পড়াশোনা করল কিন্তু চাকরিটা পেল না; অথচ মেধোটা চাকরি পেল কারণ ও মস্ত বড় নেতার ছেলে, আর নীরু সে যে ধনী বাড়ির মেয়ে, আর গোপাল, যে তার বাবার শেষ সম্বল মাঠের জমি বিক্রি করে কোনওমতে ১৮–২০ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেল আজ তাঁরা সকলেই দিশেহারা, একসঙ্গে এসে পথে বসল। এ রাজ্যে আজ মেধাযুক্ত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা যোগ্য শিক্ষক ও নেতাদের ঘুষ দিয়ে ও সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়া অযোগ্য শিক্ষকদের একই পাল্লায় মাপা হচ্ছে। চাকরি না পাওয়া টেট উত্তীর্ণ মেধাবী চাকরি প্রার্থীরা অথবা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কি অন্যায়? আপনি কি তাদের সঙ্গে ন্যায় করেছেন বা করছেন?

হ্যাঁ এঁরা আপনার মত ২৭দিন ধর্মতলায় মঞ্চ বেঁধে আমরণ অনশন করতে পারে না। এরা নন্দীগ্রামের মতো রাস্তা কেটে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। কোন ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে নবান্ন ঘেরাও তো দূরে থাক আপনার বাড়ির গলি পর্যন্ত তারা পৌঁছোতে পারে না। এরা জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দিনের পর দিন মাছ, সবজি ও অন্যান্য সামগ্রীসহ শত শত ট্রাক সিঙ্গুর দিয়ে কলকাতায় ঢোকানো বন্ধ করতে পারে না। আপনার মতো এদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবিরা গাড়ি ফিরিয়ে, পদ ফিরিয়ে সরকারের নাকের ডগায় মোমবাতি নিয়ে মিছিলে হাটে না। এরা রাজ্য জুড়ে বন্ধ, হরতাল, ধর্মঘট করতে পারে না। আর নবান্ন অভিযান বা বিধানসভায় ভাঙচুরের তো প্রশ্নই ওঠে না। এদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মতো কোন নেতা নেই যে বলতে পারবে 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব', প্রত্যেক বছর এসএসসি ও পিএসসি দেব, সব সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ করব, সমস্ত সরকারি দপ্তর থেকে দুর্নীতি দূর করব, সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খুলে দেব, নতুন নতুন শিল্প আনব, সকলকে ঘুষের বিনিময়ে নয়, তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ করব এবং উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দেব। আসলে আপনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দানকে হাতের তালুর মতো চেনেন। আপনি বিলক্ষণ জানেন এদের ক্ষমতার দৌড় কতটা।

এরাজ্যে এখনও প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ লিখতে বা পড়তে জানে না। এখানে কিছু পাইয়ে দিলে, অনায়াসেই ভোটারদের প্রভাবিত করে মিটিং মিছিলে শামিল করানো যায়; এখানে ভুল বললে, অসভ্য ভাষার প্রয়োগ করলে সমাজের লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের তরফ থেকে কোনওপ্রকার ভৎর্সনা বা তিরস্কার আসে না; এ রাজ্যে 'জনগণের গর্জন বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন', 'খেলা হবে, খেলা হবে' শ্লোগান হয়, 'মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও,' আইন 'মানছি না মানব না', 'চলছে না চলবে না' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। এসব বাংলার রাজনৈতিক সচেতন মানুষজন সকলেই জানে। যেখানে কয়েক কোটি মানুষ দেশের সংবিধান কি, তা জানে না, মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত নয়; যেখানে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা নেই, যেখানে আজও দারিদ্র ও অশিক্ষা ভয়াবহ; যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথায় ছাদ নেই, উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা নেই; যেখানে ভোটারদের একটা বড় অংশ মিথ্যা ভাষণ দানকারী, অনৈতিক ও বেআইনি কর্মে লিপ্ত এবং অসৎ নেতাদের মিছিলে পা মেলায়, শ্লোগান তোলে, নাচ করে, গান গায়, চুপ করে তাদের ভাষণ শোনে, হাততালি দেয়, সেখানে ওইসব রাজনীতিকরা ক্রমশ নিজেদের মনীষী, দেবতা বা প্রকৃত বীর ইত্যাদি তো ভাবতে শুরু করবেই।

যাই হোক, বর্তমান লোকসভা নির্বাচনের আবহে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতা–নেত্রী মিথ্যা ভাষণ, কু–কথার প্রয়োগ ও বিকৃত বক্তব্যের জন্য ইতিমধ্যে দেশের প্রকৃত ও নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। এসব যদি নিছক তীব্র তাপ প্রবাহের কারণে হয়, তবে তা মার্জনীয়। কিন্তু যদি তা স্বভাবসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রনোদিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই জনগণ তা ভোট বাক্সে, ইভিএমে প্রতিফলন ঘটাবে। সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে ও অন্যায়কারীদের সমর্থন করতে গিয়ে সেই সমস্ত শাসকদলের নেতা–মন্ত্রীরা জেলের ভাত খাচ্ছে; এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের একটা বড় অংশ আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে। এই তীব্র গরমে জনগণ আপনাদের সঙ্গে মিটিং মিছিলে গিয়ে আপনাদের সমর্থন করে এবং আপনারা সরকার গড়েছেন। তার মানে এই নয় যে, আপনারা জনগণের জীবন ছারখার করে দেবেন, চাকরিপ্রাপ্ত শিক্ষক–শিক্ষিকাদের এভাবে আপনাদের ভুলের মাশুল গোনাবেন, এভাবে রাজ্যের সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের পক্ষে ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন, এভাবে অন্যায়কারীদের পক্ষে প্রকাশ্যে সওয়াল করবেন।

ইতিমধ্যে কুশাসন, অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা, অপরিনামদর্শিতা ও একগুয়েমির ফলে রাজ্যের মান–সম্মান ভুলুণ্ঠিত। জনগণের জীবন বিপর্যস্ত ও আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে সার্বিক অবনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে বাঁচানোর কি কেউ আছেন? ছাত্র–ছাত্রীরা চায় বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে। তারা চায় যোগ্য শিক্ষকের স্পর্শে ক্লাসরুমে বসে পড়াশোনা করতে। শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারিরা চায় তাদের হৃত সম্মান ও মর্যাদা, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিরা চায় মুক্ত প্রাঙ্গন যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পাবে তাদের প্রতিভা। প্রতি বছর স্কুল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও রাজ্য সরকারের সব দপ্তরে চাকরির পরীক্ষা চালু হোক এবং নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হোক। এ রাজ্যে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে নৈতিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলা পরায়নতার শিক্ষা চালু করুক প্রথম শ্রেণি থেকেই। শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ সরকারি আধিকারিকদের নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা হোক রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের দ্বারা। এ রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় চালু হোক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প–কলকারখানা। সবজেলায় ভারি শিল্প চাই। পরিসেবা ও পরিকাঠামোর আরো প্রসার চাই। অবশেষে, রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সংবিধান, দেশের আইন ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দেশ দেশান্তরে

মহাসড়ক ধসে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে চিনে

সুমন্ত ভৌমিক

দক্ষিণ চিনের গুয়াংডং প্রদেশে মহাসড়ক ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ জন। উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গুয়াংডং প্রদেশে মহাসড়কের অংশ ধসে গিয়ে অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায় ৫০০ লোককে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে। এ বছর আঘাত হানা ঝড়গুলো বেশ মারাত্মক ছিল। বন্যায় এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ২:১০ নাগাদ প্রবল বৃষ্টির কারণে মেইঝু শহর ও ডাবু কাউন্টির মধ্যবর্তী এস–১২ মহাসড়কের ১৭.৯ মিটার যা ৫৮.৭ ফুট অংশ ধসে পড়ে। মহাসড়ক ধসে পড়ায় যানবাহনগুলো নিচের ঢালে পড়ে যায়। এক লাখের বেশি মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সিনহুয়া জানিয়েছে, মহাসড়ক ধসে ২০টিরও বেশি যানবাহনসহ ৫৪ জন আটকা পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৫:৩০ পর্যন্ত ৩৬ জন মারা গেছেন এবং ৩০ জন আহত হয়েছেন। উদ্ধারকারীরা রাস্তার নিচে পড়ে থাকা যানবাহনগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

লন্ডনের মেয়র নির্বাচন

বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডন সিটির মেয়র নির্বাচন হয়ে গেল। সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে। এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টির সোসান হল এবং বর্তমান মেয়র ও বিরোধী দল লেবার পার্টির সাদিক খানের মধ্যে। অপরদিকে কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী সোসান হল ২০২৩ সালে দলের অভ্যন্তরীণ ভোটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মোজাম্মেল হোসাইনকে হারিয়ে দল থেকে মেয়র পদের প্রার্থী মনোনীত হন। তিনি ২০০৬ সাল থেকে হ্যারো কাউন্সিলের কাউন্সিলর হিসেবে এবং ২০১৭ সাল থেকে লন্ডন অ্যাসেম্বলি মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই নির্বাচনে বিজয়ী হলে তিনি হবেন লন্ডন শহরের প্রথম নারী মেয়র। দুই প্রার্থীসহ মোট ১২ জন এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁরা হলেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির রব ব্লাকি, গ্রিন পার্টির জো গার্বেট, সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এমি গালাহের, অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার পার্টির ফেমি আমিন, কাউন্ট বিনফেস পার্টির কাউন্ট বিনফেস, ব্রিটেন ফার্স্টের নিক স্কেনলোন, লন্ডন রিয়েল পার্টির ব্রিয়ান রোজ এবং তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রেস মিখলি, তারুন গোলাটি, নাথালি ক্যাম্পবেল।

নির্বাচনে সাদিক খান বিজয়ী হলে লন্ডনের মেয়র হিসেবে টানা তিনবার নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন। লন্ডনভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সাভান্তার সর্বশেষ ৪৮ ঘণ্টার হিসাব অনুযায়ী সোসান হল পেয়েছেন ৩২ পয়েন্ট। অপরদিকে ৪২ পয়েন্ট পেয়ে তার চেয়ে এগিয়ে আছেন সাদিক খান।

পাঠকের কলমে

বন্ধ হোক, চাঁদার জুলুমবাজি

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা উৎসব–অনুষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।আর সেইসঙ্গে ওইসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাস্তায় বসে চাঁদা তোলার দাপটও অব্যাহত। যা খুবই অসামাজিক এবং দৃষ্টিকটুও বটে। উৎসব–অনুষ্ঠান হোক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব মেটার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অন্তরায় হল চাঁদার জুলুমবাজি। যা বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলার মানুষ দেখে আসছে। এতকিছু সরকারি সাহায্য পাবার পরও পুজো কমিটিগুলোর অনেকেই প্রধান রাস্তার উপর চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে পড়ে পথ চলতি বেশিরভাগ অনিচ্ছুক মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য। রাস্তা জ্যাম করে অবাধে চলে চাঁদা আদায়। আর এই চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করেই ঘটে যত অবাঞ্ছিত ঘটনা। দাবি মত চাঁদা দিতে না পারার জন্য অনেকেরই ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা, কটুক্তি । অনেক হয়েছে, আর নয়! এইসব অসামাজিক কাজকর্ম এবার বন্ধ হওয়া উচিত। পথ চলতি সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার অভাবে অভিযোগ থেকে বিরত থেকেছে, তাই ব্লক প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে নজরদারির ব্যবস্থা করা হোক। চাঁদার জুলুমবাজির বিরুদ্ধে নেওয়া হোক কঠোর পদক্ষেপ। এটা সবারই দেখা উচিত, চাঁদার জুলুমবাজি যেন সুষ্ঠ ও সুন্দর দুর্গাপুজোর আয়োজনে ছন্দপতন না ঘটায়।

অসীম কুমার মিত্র

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ জয়নগরের এক শিক্ষকের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বিশ্ব উষ্ণায়ন কাঁপছে বিশ্ব। তাইতো এই বৈশাখে তীব্র তাপদহ প্রতিদিন নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে চলেছে। গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ না হলে এভাবেই পুড়তে হবে আমাদের প্রতিদিন। তবে ঠিক এই সময়ে পরিবেশকে বাঁচাতে এগিয়ে এল জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতের এক স্কুল শিক্ষক। ফেলে দেওয়া জলের বোতল যা পরিবেশকে অনেকটাই ক্ষতি করছে। আর সেই বোতল দিয়ে বিভিন্ন বাহারি গাছের টব বানিয়ে পরিবেশকে একটু হলেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষক। চিত্তরঞ্জন নস্কর পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক,শিক্ষকতা করেন বারুইপুর মদারাট পপুলার একাডেমী স্কুলে, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক তিনি। নেহাতই সাদামাটা তাঁর জীবনযাপন, শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গাছকে ভালোবাসেন তাই তিনি তার বাড়িতে প্রচুর ফুল গাছের বাগান দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। এবার তিনি তার নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ফেলে দেওয়া জলের বোতল দিয়ে অন্য এক রূপ দিয়েছেন বিভিন্ন বাহারি ফুল গাছের টব বানিয়ে। শুধু তিনি নিজে নন তাঁর ছাত্র–ছাত্রীদের এই ধরনের ফেলে দেওয়া জলের বোতল দিয়ে গাছ লাগানোর জন্য আহ্বানও জানিয়েছেন। ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষকের এই কাজে মুগ্ধ এবং তাঁরাও শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কোনো বাদ দেওয়া জিনিস ফেলে না দিয়ে এভাবে ব্যবহার

করা যেতে পারে। তাঁরা জানায়, শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা সেই জ্ঞান অর্জন করলাম পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবেশকেও কীভাবে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয় গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার পাশাপাশি তা দিয়ে এই সৌন্দর্যায়ন ও করা যায়। মাটির টবে মাটি দিয়ে বিভিন্ন গাছ লাগাতে দেখা যায় প্রায় জায়গায়। তবে প্লাস্টিকের বোতলে মাটি ভরে টবের বিকল্প অভিনব ভাবনা যা শুধু পরিবেশকে নয় বাড়ির সাজানোর জন্য কাজে আসবে।আর শিক্ষক চিত্তরঞ্জন নস্করের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

প্রবল দাবদাহে ধান কাটতে মাঠে যেতে নারাজ কৃষকরা,অগত্যা যন্ত্রই ভরসা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বলছে গোটা বাংলা। এমন পরিস্থিতিতে মাঠে কৃষি জমির ধান – কাটতে মুখ ফেরাচ্ছেন কৃষকরা। তবে এবার কৃষিতে শ্রমিক সংকট নিরসনে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ধান কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের দিকে ঝুঁকছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র কৃষকরা মেশিনের সাহায্যে ধান কাটার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এতে একদিকে খরচ যেমন কম হবে আবার শ্রমিক সংকটের সমাধান হবে। কৃষকরা বলছেন বিঘা প্রতি জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা, বাঁধা এবং ঝাড়াই করতে পাঁচ হাজার টাকার অধিক খরচ হয়। অথচ মেশিনের সাহায্যে ধান কাটতে মাত্র খরচ হচ্ছে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। তবে

মেশিনের সাহায্যে ধান কাটলে খড়(বিচুলি) পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও মেশিনে ধান কেটে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা।অনেক সময় বরো ধান কাটার সময় কালবৈশাখী ঝড় আসে। অকাল ঝড় বৃষ্টিতে জমির ধান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর কৃষকরা এমনিতেই হতাশ হয়ে পড়েন। তার উপর এবার ধান কাটার শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার বেকায়দায় পড়েছে কৃষকরা। তবে ধান কাটতে আর খুব বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। এবার মেশিনের মাধ্যমেই কাটা হচ্ছে ধান। পাশাপাশি ধান ঝাড়াই ও হচ্ছে মেশিনেই। এর ফলে খুশি চাষী কূল। পাশাপাশি তাপমাত্রা যতই বাড়ুক না কেন সেক্ষেত্রে ধান কাটা,ঝাড়াই করা অসুবিধা হবে না।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী,গোসাবা ,জীবনতলা,ক্যানিং,জয়নগর সহ সমগ্র সুন্দরবন এলাকার কৃষকরা প্রবল দাবদাহে ধান কাটার শ্রমিক নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অনেকেই ধান কাটতে অনিহা প্রকাশ করে ক্ষেতেই পাকা ধান ফেলে রেখেছে। কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নিজেই জমিতে নেমে ধান কাটছে। এমতাবস্থায় হতাশ না হয়ে শ্রমিক সংকটের কৃষকদেরকে অল্প খরচে ও কম সময়ে ধান কাটার এই আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র ২০ মিনিটে এক বিঘা জমির ধান কেটে ঝাড়াই করা সম্ভব হচ্ছে।

এমন আধুনিক যন্ত্রে এবার সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চাষীদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে। আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে অল্প সময়ে অল্প ব্যয় মাঠের ফসল অনায়াসে ঘরে তুলতে পারছেন চাষীরা। একদিকে বিভিন্ন সাইক্লোনের ফলে মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট হতো। অন্যদিকে দিনের পর দিন চাষি কুল দেনায় জর্জরিত হতে পড়তো। উন্নত প্রযুক্তির এই যন্ত্রের মাধ্যমে সেই সমস্যা যে অচিরেই দূর হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অবৈধ কেসের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি) সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, নির্বাচন যত কাছে আসছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন থানা গুলি শাসক তৃণমূল দলের নেতাদের নির্দেশে বেছে বেছে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অবৈধ মিথ্যা কেস দিচ্ছে। রামনগর থানা এলাকায় বিজেপির যুব নেতা সুভাষ গৌরী ও শিবু গৌরীর বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাকে দিয়ে মিথ্যে গণধর্ষণের কেস করানো হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আইনি সহায়তায় তাদের গণধর্ষণ কেসে জামিন মিলেছে। আবারও অন্য কেস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও শীর্ষস্থানীয় লোকসভার বিজেপি নেতাদের বেছে বেছে কেস দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা এমনই অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের। তিনি এও দাবি করেন ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার ওয়েবসাইটকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কারোর বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করলে তার ডিটেলস ওয়েবসাইটে দিতে হয়, যাতে আমরা আগে থেকে জানতে পেরে কারো জামিনের ব্যবস্থা করি তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ। অভিজিৎ দাস আরো বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে কোন মহিলার মাধ্যমে আমাকে পুষ্প স্তবক দিয়ে তার ছবি তুলে পসকো আইনে মামলা করে আমার নমিনেশন আটকানোর। আমি এই সমস্ত বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে রেখেছি আগে থেকেই। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে জানিয়েছি।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তীব্র জল সংকটে

প্রথম পাতার পর

জায়গায় কাজ বাকি আছে। আশা করা যায় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তবে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকে আরো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। কবে মানুষের ঘরে সম্পূর্ণভাবে পানীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ হবে বা জল সরবরাহ হবে সে সম্পর্কে ময়ুখবাবু কোন দিনক্ষণ জানাতে পারেননি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার দাবি করছে এটা তাদের নিজস্ব প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে এটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে এই প্রকল্প চালু করে জল মিশন। হর ঘর জল এই নামে গোটা দেশব্যাপী পরিচিত। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালের আগে ৩.২৬ কোটি বাড়িতে জলের সংযোগ ছিল। ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ১৩.২৬ কোটি বাড়িতে নল বাহিত জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী ২০২৪ সালের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার কথা। এখন রাজ্য হোক বা কেন্দ্র হোক সাধারণ মানুষের দাবি তাদের বাড়িতে বাড়িতে জল দ্রুত পৌছে দেওয়া হোক।

দুর্বিসহ গরম, প্রকৃতি খুঁজছে

প্রথম পাতার পর

রাজস্থান সরকার ইন্দিরা গান্ধী নহর পরিকল্পনাকে সগর্বে পৃথিবীর বৃহত্তম সেচ পরিকল্পনা বলেপ্রকাশ করেছেন। ১৯৮৫ র মুদ্রা মূল্য হিসাবে এ পরিকল্পনার সম্ভাব্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৬৬৬ কোটি টাকা, অবশ্য পরে মুদ্রা– মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য আরও বাড়বে। শাখা খালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য। হবে ৭৭৫০ কিলোমিটার। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কাজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শেষ হবে'।

১৯৮৭ সালের ১৮ জুলাই তিনি লিখলেন, '১৯৮৭–র শুরুতে বিকানীরের অনেক দক্ষিণে জয়সলমীর জেলার মোহনগড় পর্যন্ত জল টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোট ৭.৭৫০ কি.মি. জালক সেচ খালের মধ্যে ৩,৫০০ কি. মি. ইতিমধ্যেই কাটা হয়ে গেছে। এই জালক খালে জল আসবে কিছু শাখা খালের ঢাল ধরে (gravity canal), আর থাকী অংশে জল পাঠানো হবে ডিজেল পাম্প দিয়ে তোলা সেচ খালের (lift–irrigation canal) মাধ্যমে। এর ওপর আবার ১৫২ কোটি টাকা খরচ করে ৩০ হাজারের ওপর অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর লোক দিয়ে ৮০ হাজার হেক্টার জমিতে পাছ লাগিয়ে বন সৃষ্টি করা হয়েছে। বনের এলাকা আরও অনেক বাড়ানো হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে শুকনো, নেড়া, বালি ঢাকা মরুভূমি জুনের খাড়া রোদে যত গরম হবে, তত তার ওপরে তীব্র নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হবে, আর মৌসুমীর জোলো বাতাসকে ততই জোরের সঙ্গে দেশের মধ্যে টেনে এনে বৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। কিন্তু ১৯৬০ এর পর থেকে আমরা যেভাবে তাড়াতাড়ি মরুভূমিকে সেচের জলে ভিজিয়ে, বনের গাছে–লতায় ফসলে ঢেকে চলেছি, তাতে ক্রমাগত কম গরম হওয়ায় নিম্নচাপ আর জোরালোভাবে গড়ে উঠছে না এবং তেমন জোরে আর সামুদ্রিক জোলো হাওয়াকে পারছে না দেশের ভেতরে টেনে আনতে। যত খরার প্রকোপে সারা দেশ জুড়ে চাষের ও পানীয় জলের টান ধরছে, ততই আমরা মরীয়া হয়ে মাটির তলার জল টেনে তুলে বর্ষার ফসলও বাঁচাতে চেষ্টা করছি। ফলে সকল জায়গাতেই মাটির তলার জলপৃষ্ঠ চড় চড় করে নেমে যাচ্ছে। মাটির তলায় তো আর আপনি আপনি জল তৈরী হয় না, বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ওপরের বাড়তি জল মাটির ভেতর দিয়ে চুইয়ে গিয়ে নিচের স্তরে জলের জোগান দেয় (re–charge)। বৃষ্টি তেমন না হলে এই জোগান বজায় থাকবে না, অথচ কম বৃষ্টিতে ফসল বাঁচাতে আমরা বেশী করে মাটির তলার জল টেনে তুলছি। আবার অত্যন্তিক সেচে, ফসলে, গাছে লতায় ঢাকা মরুভূমি ক্রমে ক্রমেই কম গরম হচ্ছে, নিম্নচাপ হচ্ছে দুর্বলতর, কমজোরী টানে জলভরা মৌসুমী উপ– কুলের কাছে নববধূর মত সাজে দাঁড়িয়ে থাকছে–আর মাঝে মাঝে সেখানে একনাগাড়ে ৩/৪ দিন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি করে নিজের বোঝা হালকা করছে – সঙ্গে স্থানীয় ফসল ডুবিয়ে বাড়ীঘরদোর ভাসিয়ে লোকের প্রাণান্ত করছে।'

১৯৮৩–র শুরুতে এই খালকে যখন শ্রীগঙ্গানগর থেকে বিকানীর পার করে আনা হয় তখনই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মৌসুমী জলবায় ভবিষ্যতে দুর্বল হয়ে যাবে বলে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বা বিজ্ঞানীকুল নিজেদের সবজান্তা ভেবে তাতে কর্ণপাত করেননি। ফল আজকের দুর্গতি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মত ছিল, একটি মরুভূমিকে খতম করলে প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনে আর একটি মরুভূমি সৃষ্টি করবে। কারণ সবচেয়ে নবীন পর্বতমালা হিমালয় জেগে উঠবার পর ভারত ভূখন্ডের আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে প্রকৃতি। এই নিয়মেই প্রকৃতি তার নিজের প্রয়োজনে সব কিছু সৃষ্টি করে নিতে পারে। এই কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ আবার কোথাও অতি বৃষ্টি তারই ইঙ্গিত। এখন থরের পরিবর্তে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট নিম্নচাপ কেন্দ্র বা লো প্রেসার জোন তৈরী হচ্ছে। আর সেখানেই নতুন মরুভূমিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রকৃতি। স্বাভাবিকভাবে এতগুলি লো প্রেসার জোনে দিশাহারা হয়ে সমুদ্রে তৈরী হওয়া মৌসুমী বায়ু ভারতে ঢোকার টান অনুভব করছে না। ফলে সময়োপযোগী বৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছে ভারতে। হাহাকার করছে ভারতবাসী।

এর পাশাপাশি ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের ভালো থাকার আর একটা কায়দা আছে। তারা বছরের মোট বৃষ্টির পরিমাণের গড় করে হিসাব করতে ভালোবাসেন। তাতেই তাদের মাইনে পত্তর সুরক্ষিত থাকে। সেই বৃষ্টি ফসলের উপযোগী না বন্যার তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না।

দুঃখের কথা এটাই যে ১৯৮৩ সালের ভ্রান্ত পরিকল্পনার সমালোচনার বদলে তার সাথী হয়েছি আমরা। নিজেদের লোভ চরিতার্থ করতে জলাশয় বুজিয়ে, গাছ কেটে সরকারের পাপকেই আরও মহিমান্বিত করে তুলছি আমরা। একটা দেশের নেতা ও জনগন যখন একসঙ্গে সর্বনাশে হাত লাগায় তখন আর কিছু করার থাকে না। ভারতের অবস্থাও তাই। প্রকৃতি এখানে ধ্বংসলীলা দেখাবে আর আমরা বাড়াতে থাকবো আমাদের সহ্যক্ষমতা। এভাবে যতদিন চলে ততদিনই আয়ু আমাদের।

সাতগাছিয়া থেকে প্রচার শুরু

ভোট চাইতে আসিনি, আশীর্বাদ নিতে এসেছি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : গত ২৮ এপ্রিল ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া বিধানসভার মুচিশা ফুটবল মাঠ থেকে লোকসভা কেন্দ্রের প্রচার শুরু করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি। কাঠফাটা গরমকে উপেক্ষা করেও এদিন কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। লোকসভা কেন্দ্রের তিনটি ব্লক বজ বজ ১, বজবজ ২, বিষ্ণুপুর ২ এবং বজবজ পৌরসভা ও পূজালী পৌরসভার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন অভিষেক বলেন, আমি এখানে ভোট চাইতে আসিনি। আমি আপনাদের পরিবারেরই একজন সদস্য। পরিবারের সদস্য কখনো ভোট চাইতে পারেনা কিন্তু আগামী মে মাসে আমি মনোনয়ন জমা দেব তাই সকলের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও অনুমতি চাইতে এসেছি। সারা বছর ধরেই আমি আপনাদের পাশে থাকি তাই আপনারা যা করার করবেন।

বিজেপি সিপিএম এতদিন ঘুমোচ্ছিল এখন এসেছে ভোট চাইতে। বিজেপির প্রার্থী প্রসঙ্গে তিনি বলেন প্রার্থী ঘোষণা করতেই এক মাস সময় লেগে গেল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে এর থেকেও ভালো প্রার্থী পাওয়া যেত।

অনেকে বলছেন আমি ৪ লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতবো ওটা পাঁচ লাখ হলেও আমি অবাক হবো না। ৪২ টা আসনের মধ্যে ৪১ টা আসনে আমাকে দায়িত্ব দিন বাকি আমার কেন্দ্রটার দায়িত্ব আপনারা নিন। অন্যান্য কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে আমি উৎখাত করে দেব। গত পাঁচ বছরে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৫ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর এই টাকার দ্বিগুণ কাজ করা হবে এই কেন্দ্রে। আমি কথা দিয়েছিলাম যে বার্ধক্য ভাতা আমার কেন্দ্রে চালু করে দেব, সে কথা আমি রেখেছি। ১০০ দিনের কাজের টাকা ও আপনারা পাচ্ছেন। লক্ষী ভান্ডারের টাকা ও দ্বিগুণ করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না। তবুও আমি কথা দিচ্ছি নির্বাচনের বিধি চলে গেলে আবাস যোজনার টাকা রাজ্য সরকারি চালু করে দেবে। তিনি এও বলেন, এবার কেন্দ্রে মোদির সরকার হচ্ছে না। আমাদের কাছে খবর আছে ওরা ৪০০ তো দূরের কথা ২০০রও বেশি আসন পাবে না। এদিন সভায় অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, বিধায়ক শওকত মোল্লা, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পূজালী পৌরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান প্রমূখ। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি।

স্ত্রীর সংকারে সহযোগিতা পেয়ে আপ্লুত কর্পদকহীন অসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দীর্ঘদিন রোগশয্যায় চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে রবিবার রাতে মৃত্যু হয় বছর পঞ্চাশ বয়সের বীনা দাসের।

হাসপাতাল থেকে সঠিক সময়ে মৃতদেহ বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিতে গেলে সমস্যা তৈরি হয়।স্ত্রীর মরদেহ সংকারের কোন ক্ষমতা নেই স্বামী অসিত রঞ্জন দাসের।অসিত বাবুর কোন আত্মীয়–বন্ধুবান্ধব,সন্তান নেই।এমনকি অর্থনৈতিক ভাবেও তিনি অক্ষম।স্ত্রীর দেহ নিয়ে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।এরপর সমস্যা সমাধানের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয় সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ ও বান্টী মুখার্জী।ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষকে ঘটনার কথা জানানো হয়।তিনিও এগিয়ে আসেন। এগিয়ে আসেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী নন্ত দাস,সিভিক ভলেন্টিয়ার তাপস বিশ্বাস,সমাজসেবী প্রভাকর দাস,পবিত্র মন্ডল,শ্মশানবন্ধু গোবিন্দ সরদার ও গোপাল সরদার।পূর্ণ মর্যাদায় বীনা দেবী মৃতদেহ রাত প্রায় ১২ টা নাগাদ ক্যানিংয়ের বৈতরণী শ্মশানে সৎকার করা হয় বীনা দেবীর দেহ। রাত প্রায় দুটো নাগাদ পঞ্চভুতে বিলীন হয়ে যায় বীনা দেবীর দেহ। জীবনের চরমতম বিপদে এতো মানুষের সহযোগিতাকে স্যালুট জানিয়ে তিনি বলেছেন,'পৃথিবীতে এখনও ভালো মানুষ রয়েছে। যার ফলে দিন কিংবা রাত্রি হয়।'

তীব্র দাবদাহেও 'শস্যগোলা'য় উধাও

প্রথম পাতার পর

বেরতেই ভয় লাগছে।রাস্তাঘাটে যানবাহন অত্যন্ত কম চলছে।আদুলিয়া বিটে দীর্ঘ সড়কপথে শুনসান অবস্থা দেখলাম।যদিও, এই কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্যেও এই জেলার কোথাও জলকষ্টের বহু চেনা ছবিটা কিন্তু এবার সেভাবে দেখা যায়নি।একটা সময় ছিল যখন অবিভক্ত বর্ধমান সহ সন্নিহিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া, বীরভূম, হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তীব্র জলকষ্ট প্রায়শই খবরের শিরোনাম হত।পাড়ায় পাড়ায় পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়গুলি শুকিয়ে যেত।ছোটনাগপুর থেকে সৃষ্ট নদীগুলিতে জল থাকত না।ভূগর্ভস্থ জলতল নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েল থেকেও পর্যাপ্ত পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর ছিল।পর্যাপ্ত সেচের অভাবে কৃষিজ ফসল নষ্ট হত।জলের অভাবে পুকুরে মাছ চাষ করার ভাবনাটাই ছিল বিলাসিতা।তবে, এসবের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইদানীং বদল ঘটতে দেখা গিয়েছে।তীব্র দাবদাহের মধ্যেও বহু পুকুরে টলটলে জলের দেখা মিলেছে। পুকুরগুলিতে পর্যাপ্ত জলের যোগান সর্বদা বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সাবমার্সিবল পাম্প্।সেইসব পুকুরের জলে জোরকদমে চলছে মাছ চাষ।পাড়ায় পাড়ায় টিউবওয়েল সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে পানীয় জলের সুব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো।তাছাড়া একটু স্বচ্ছল পরিবারগুলিতে সাবমার্সিবল পাম্প কিংবা মোটরের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তোলার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে ভূগর্ভস্থ জল নির্ভর মিনারেল ওয়াটার তৈরির অসংখ্য প্ল্যান্ট।অত্যন্ত লাভজনক এই ব্যবসার কারণেও সন্নিহিত এলাকার জলতলও হু হু করে নেমে যাচ্ছে।গাজিপুরের কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান অসিত মণ্ডল বলেন, আগে দেখেছি গরমের সময় পুকুরগুলি শুকিয়ে যেত।এখন মাছ চাষ বেড়ে যাওয়ায় কোনও পুকুরের জল সেভাবে শুকোতে দেওয়া হয় না।সাবমার্সিবল পাম্পের তোলা জলে পুকুরগুলি এসময় ভরে থাকছে।কৃষিজমিতেও যথেচ্ছভাবে গভীর নলকূপ বসিয়ে জলসেচের কাজ চলছে।কিন্তু, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কারণে মানুষকে আরও বেশি বেশি পরিবেশ সচেতন হতে হবে।ভূগর্ভস্থ জলতল ঠিক রাখতে আরও বেশি বেশি পুকুর খনন করতে হবে।ভবিষ্যতের জন্য জল সংরক্ষণের রাস্তায় না গিয়ে এভাবে প্রতিনিয়ত ভূগর্ভস্থ জল যথেচ্ছভাবে তুলে নিয়ে মানুষ তো নিজেই ঘোরতর বিপদ ডেকে আনছে।এরকম চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সকলকেই ফের তীব্র জল সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে বলে জেলাবাসীর একাংশ এখন থেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

বাংলা বর্ষবরণ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নতুন প্রভাত পত্রিকার পক্ষ থেকে পঞ্চানন ভবনে নতুন প্রভাত পত্রিকার মাসিক আসরে। প্রচন্ড খরতাপের দাবদাহ কে উপেক্ষা করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। শতদল অধিকারী পরিচালনায় সভায় মধ্যেমণি সন্ধ্যা তারা পত্রিকার সম্পাদক রাঘব পোড়ে ছাড়াও অন্যান্য অতিথির আসনে দীপক দত্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়,কালিপদ দাস প্রমুখ সুধীজনরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলার নতুন বছরকে কবিতা, গানে স্বাগত জানান বিশ্বনাথ দাস, অর্চনা দাস, জ্যোৎস্না দাস,প্রতিভা স্বর্ণকার, নৃপেন্দ্র নাথ মাইতি, লেখা মাইতি প্রমুখ গুণী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

মানিকতলায় অশোকনাথ শাস্ত্রীর জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রোডের মধুসূদন সভা গৃহে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কর্ণধার বিমান ভট্টাচার্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় আশোকনাথ গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির উদ্যোগে পন্ডিত আশোকনাথ শাস্ত্রীর ১২০ তম বর্ষ শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী গবেষক তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ও আজীবন সদস্য ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও অশোকনাথ শাস্ত্রীর নানাবিধ সামাজিক কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ভারতের কোটি কোটি মানুষ একশত বছর পরেও জানতে পারেনি যে নেতাজী জীবিত না মৃত। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার হলফ করে প্রমাণ দিয়ে আজও অবধি বলতে পারেনি। এটা সরকারের একটি গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। পুরো বিষয়টাই এখন ধামাচাপা হয়ে পড়ে আছে। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য এখন একটা ভৈতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বলছেন সাধু সন্যাসী, কেউ বলছেন বিমান দুর্ঘটনা। নেতাজির চিতাভস্ম সেটাও বিশ্বাস যোগ্য নয়, একদম ভাওতাবাজী। বিচার ব্যবস্থা একটা চরম প্রহসনে পরিণত। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শান্তিনাথ ঘোষ ও নির্মল গাঙ্গুলী। বক্তা ছিলেন কৃপাসিন্ধু হাইত, অমলেন্দু হাইত, ডঃ গোপাল মিশ্র , কাশীনাথ চাকলাদার ও প্রকৃতি চাকলাদার। ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য্য, জয়ন্ত চক্রবর্তী, দেবযানী ঘোষ, তিমির হালদার আশীষ গিরি প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপসী নন্দন, সৌম্য বসু, জয়শ্রী পাল, রিয়া বড়াল, কৃষ্ণা মিত্র প্রমুখ। তবলা ও হরমোনিয়াম বাজান প্রণব দাস। সমর চৌধুরী ও শিবাশীষ রায়চৌধুরী প্রমুখ। উৎসবে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপি কর্মীকে লোহার রড দিয়ে মার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ডায়মন্ড হারবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ বাওয়ালি মালিক পাড়ায় রঞ্জিত মালিক নামে এক বিজেপি কর্মী জলের সংযোগের জন্য আবেদন করলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। রঞ্জিত মালিক বলেন, গ্রামের সদস্যকে আমার বাড়িতে জলের সংযোগের জন্য বললে তিনি বলেন যেহেতু আমি বিজেপি করি (সমিতিতে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন) তাই তাকে কিছু দেওয়া যাবে না। আমার মাথায় লোহার রড দিয়ে মারা হয়। অভিযুক্তদের নাম উত্তম মালিক, অলীক মালিক, গীতা মালিক, গৌতম মালিক। সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে রঞ্জিতবাবু নোদাখালি থানায় লিখিত

অভিযোগ করেছেন। ২৭ এপ্রিল দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ডে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিজিৎ দাস চা'য়ে পে চর্চার আয়োজন করেছিলেন। ওই কর্মসূচির পর তিনি রঞ্জিতবাবুর বাড়িতে যান তাকে দেখতে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ওই আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকবেন।

প্রখর গরমে বন্ধ ফ্যান

প্রথম পাতার পর

পড়ছেন অনেকেই। শুধু ফ্যান বা পানীয় জল নয়, শৌচালয়ের দুরবস্থাও এখানে বর্তমান। প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একটি শৌচালয় বানানোর ব্যবস্থা হলেও সেটি আজ পর্যন্ত কোন প্রতিবন্ধী মানুষ ব্যবহার করতে পারেনি। ভগ্ন দশায় বেহাল সেই শৌচালয়। প্রতিমাসে নিয়ম করে ভিজিট করছেন রেলের আধিকারিকরা। তাসত্ত্বেও ন্যূনতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। দীর্ঘ স্টেশনে নেই কোন যাত্রী প্রতীক্ষালয়।নিত্যযাত্রী অতুল মন্ডল বলেন, ফ্যানগুলো যাতে চালু করা হয় তার জন্য স্টেশন মাস্টারকে বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন উদ্যোগ নেননি। প্ল্যাটফর্মে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। যেটুকু আছে তা পানের অযোগ্য। প্ল্যাটফর্মের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে কোনরকম আচ্ছাদন না থাকার কারণে ট্রেন আসলে চড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভুগতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের।

তবে এ বিষয়ে ক্যানিং স্টেশনের এক আধিকারীক জানিয়েছেন, 'যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে জানানো হয়েছে। সময় মত কাজ হবে।'

মহানগরে

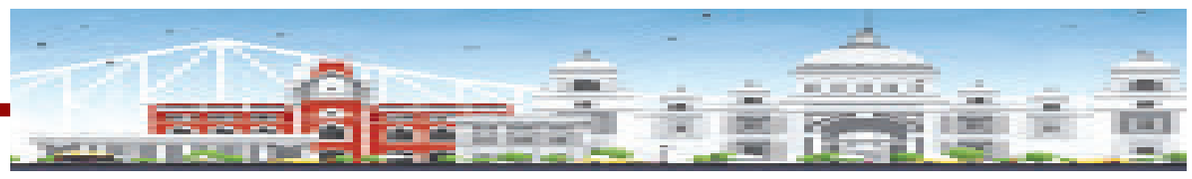

জলের অপচয় হবে তবুও মিটার নয় : কলকাতা পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা পরিস্রুত পানীয় জলের ৩০ শতাংশের অধিক অপচয় হবে, তবু মিটার বসিয়ে তার রোধ করা হবে না। কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্ন, কলকাতা পৌর এলাকার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের কিছু কিছু পকেটে পানীয় জলের একটা সমস্যা আছে। এ সমস্যা থাকলেও কলকাতা পৌরসংস্থা বিনামূল্যে ডোমেস্টিক ইউজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল নাগরিকদের জন্য সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষ সেই বিনামূল্যে পাওয়া মূল্যবান পানীয় জল অকারণে অপচয় করেন।

এই অহেতুক অপচয় বন্ধ করতে বিশ্বরূপ প্রশ্ন করেন, কলকাতা পৌরসংস্থা কী ডোমেস্টিক ইউজে'র ক্ষেত্রে 'ওয়াটার মিটার বসাতে পারে কী? এই মিটার বসানোর জন্য ও জল ব্যবহার করার জন্য কোনও রকম খরচ সাধারণ মানুষকে বহন করতে হবে না। কেবলমাত্র জলের অপচয় রোধে কড়া নজরদারি রাখবার জন্য এই মিটার বসানো প্রয়োজন, যাতে কী না জনসংখ্যা এবং জলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য বড়ো শহর গুলির মতো কলকাতা শহরকেও জলের অভাবে ভুগতে না হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা জলের অপচয় রোধে জলের মিটার বসিয়েও সফল হতে পারছে না। পৌরসংস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে বরো – ১ – এর ৬টি ওয়ার্ডে জলের মিটার বসিয়েছে। এবং ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। কিন্তু পূর্ব কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলি এলাকায় জলের মিটার বসাতে গিয়ে দেখা যায়, কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে লাগানো মিটারের অধিকাংশই স্থানীয় ছিঁচকে চোরে চুরি করে। আবার কোনও কোনও বাড়ির লোকেরা জলের ফোর্স কমে যাওয়ায় নিজেরাই মিটার নষ্ট করে দিয়েছেন।

তাই মহানাগরিক জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে জলের মিটার বসানোর প্রক্রিয়ায় সফল হতে এতো দিনের লোহার বডি মিটারের পরিবর্তে এবার প্লাস্টিক বডির মিটারের নকশা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। তা আসার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, বরো – ১৬ – র জোকাসহ কলকাতার আর কোথায় কোথায় জলের মিটার বসানো হবে। যদিও মনে রাখতে হবে, পরিস্রুত পানীয় জলের অহেতুক অপচয় রোধেই এই জলের মিটার বসানো।

শহরে পানীয় জলের উৎপাদন কমেছে জলের আকাল রোধে মেয়রের আর্জি

বরুণ মণ্ডল : এবার কী এ রাজ্যের রাজধানী কলকাতা পানীয় জলের বিষয়ে বেঙ্গালুরুকে ছুঁতে চলল? ২৯ এপ্রিল সোমবার কলকাতা দীর্ঘ ৪৪ বছরে এ শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাকে স্পর্শ করলো। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করে দিলেন, কলকাতার পাঁচ পানীয় জল শোধনাগার কেন্দ্র হুগলি নদী থেকে দৈনিক যে পরিমাণ 'র–ওয়াটার তুলে থাকে, তীব্র গরমে হুগলি নদীর জলস্তর হু হু করে নেমে যাওয়ায় সে পরিমাণ 'র–ওয়াটার তুলতে পারছে না।

কলকাতা পৌরসংস্থার জল উৎপাদন ক্রমশ কমছে। চাঁদিফাটা গরমে হুগলি নদীর জলস্তর হু হু করে কমছে। হুগলি নদী থেকে জল পাম্পের সাহায্যে টেনে তুলে ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পরিস্রুত করা হয়। কিন্তু এপ্রিলের এই গরমে হুগলি নদী থেকে ভাটার সময় জল তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধুই কাদা মাটি উঠছে। জল নেই। পর্যাপ্ত জল পেতে জোয়ারের সময়ে হুগলি নদী থেকে যতোটা জল তোলা সম্ভব হচ্ছে, তার উপরই ভরসা করতে হচ্ছে। তা–ই ২৯ এপ্রিল মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতাবাসীর কাছে করজোড়ে অনুরোধ করেন, এই গরমে আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি, আমরা সবাই দৈনিক যা জল খেতাম, তার তিনগুণ খাচ্ছি, একবার যে স্নান করতো, এখন সে দু থেকে তিনবার স্নান করছে। অর্থাৎ জলের প্রয়োজনটা তিন গুণ বেড়ে গেছে, সেই দিক থেকে আবার গঙ্গায় জল কমে গেছে, তাই ভাটার সময় আমাদের যে জল শোধনাগার তারা জল তুলতে পারছে না, কেবলই কাদা উঠছে। শুধুই জোয়ারের সময় শোধনাগার গুলি জল পাচ্ছে। ভূগর্ভের জলস্তর নেমে গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, তাই জল শোধনাগার গুলি পর্যাপ্ত যে জলটা পেতো, এই গরমে সে পরিমাণ জল পাচ্ছে না। কিন্তু এই সময়টা উৎপাদিত জলের ২৫ – ৩০ শতাংশ 'ওয়েস্টেজ অভ ওয়াটার করি আমরা, তাহলে কলকাতার অনেক মানুষ তারা হয় তো পানীয় জলটুকুও আর পাবে না। সেজন্য 'ওয়েস্টেজ অভ ওয়াটার এটা আমাদের রুখতেই হবে। অর্থাৎ, আমরা দেখে নেবো, যে জল তুলে রেখে কাজ করবো। জল যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখবো। যাতে ট্যাঙ্ক থেকে জল পড়ে নষ্ট না হয়, এ সময়টা তা দেখতে হবে। কোথাও চালিয়ে দিলাম পাম্প, তাতে ওপর থেকে জল পরে, নর্দমা দিয়ে জল পড়ে ফেসে চলে যাচ্ছে। কোথাও গাড়ি ধোয়ার জন্য পরিস্রুত জলটাকে নিয়ে সেটাকে নষ্ট করছে। ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্ক ওভায় ফ্লো হয়ে জল পরে নর্দমা দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই 'ওয়েস্টেজ অভ ওয়াটার'টা যদি আমরা সবাই মিলে সচেতন ভাবে বন্ধ করতে পারি। তাহলে কলকাতাতে এই জলের উৎপাদন কমে যাওয়ার পরেও আমরা সকল কলকাতাবাসীকে জল দিতে পারবো। 'ওয়েস্টেজ অভ ওয়াটার আমাদের যেনতেন প্রকারে বন্ধ করতে হবে। কল থেকে জলের প্রতি ফোঁটায় ৩৫ মিলিলিটার জল বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ জলাধারের ত্রুটি মেরামত করুন। ট্যাপ ছাড়া স্ট্যান্ড পোস্ট দেখলেই কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল নম্বরে ফোন করে ট্যাপ কলের ঠিকানাটা দিয়ে দিন।

কলকাতার পানীয় জলের সঙ্কট নিয়ে ইতি মধ্যেই কপালে ফাঁচ পড়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরে। চলতি গরমেই কলকাতাতেও দেখা দিয়েছে, পানীয় জলের সঙ্কট। সেজন্য গাছ কাটা, জলাশয় বোঝানো যাবে না। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জল ব্যবহার করবেন না।

মাধ্যমিক : পাশের হার বাড়লেও মেধার ঘাটতি প্রকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্যে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লো ০.১৬ শতাংশ। ২০২৩ সালের মাধ্যমিকে পাসের হার ছিল ৮৩.১৫ শতাংশ। এবার তা সামান্য বেড়ে হল ৮৬.৩১ শতাংশ। এবার ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ১,১৮,৪১১ জন। শতাংশের হিসেবে যা ১২.৯৮ শতাংশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র যে ৫১,৮৩৮ জন শিক্ষকশিক্ষিকা দেখলো। তাদের মধ্যে অযোগ্য শিক্ষকশিক্ষিকা নেই তো? কারণ, নিয়মানুযায়ী একজন শিক্ষক কমপক্ষে দু'বছর স্কুলে নিয়মিত শিক্ষকতা করার পর, তিনি মাধ্যমিকের উত্তরপত্র দেখার অনুমতি পেতে পারেন। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুরো বিষয়টি দেখে নেন কে মাধ্যমিকের উত্তরপত্র দেখার যোগ্য। সেই হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখার যোগ্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের নামের তালিকা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে পাঠান। আর প্রধান পরীক্ষক হতে গেলে একজন শিক্ষককে কমপক্ষে ১৫ বছর নিয়মিত স্কুলে শিক্ষতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

তবে এবারের মাধ্যমিকের সামগ্রিক ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এবার মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৬ জন। এদের মধ্যে মাধ্যমিকে মোট উপস্থিত পরীক্ষার্থী ৯,১২,৫৯৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৪,০৩,৯০০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫,০৮,৬৯৮ জন। যা ছাত্রদের তুলনায় ২৫.৯৫ শতাংশ বেশি। তাতেই প্রশ্ন উঠছে অভিভাবকরা কী তাঁর ছেলেদের রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুলে পড়াতে অনাগ্রহী? ১,০০০ নিয়মিত ছাত্র পরীক্ষার্থীর তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা ১,২০৯ জন। রাজ্যের ২৩ টি জেলার প্রতিটিতেই এনরোল্ড পরীক্ষার্থীতে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সেই হিসেবেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার পরীক্ষার্থীতে ছাত্রীদের সংখ্যা ২৩ টি জেলাতেই ছাত্রদের তুলনায় বেশি। কলকাতায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৯৩.৭৫ শতাংশ। সেখানে নিয়মিত ছাত্রীদের পাসের হার ৯২.৫০ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় নিয়মিত ছাত্রদের ৯৩.১২ শতাংশ। ছাত্রীদের ৯০.২৯ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিয়মিত ছাত্রদের ৯৩.৩৫ শতাংশ। ছাত্রীদের ৮৮.০৩ শতাংশ। হাওড়া জেলায় নিয়মিত ছাত্রদের পাসের হার ৯৩.৭২ শতাংশ। ছাত্রীদের ৮৯.৭১ শতাংশ।

মায়ের সঙ্গে মাধ্যমিকে প্রথম কোচবিহারের চন্দ্রচুড় সেন। ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

এবার মেরিট লিস্টে অর্থাৎ মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ১০ টি স্থানে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। তাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ছাত্রছাত্রী রয়েছে আট জন। এদের মধ্যে ছ'জন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র আর বাকি দু'জন সোনারপুরের সারদা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের ছাত্র। এই স্কুলের নবম স্থানাধিকারী সায়নদীপ মান্নার বাড়ি সোনারপুরের কামরাবাদের নমিতা অ্যাপার্টমেন্টে আর দশম স্থানাধিকারী ইশান বিশ্বাসের বাড়ি ওই সোনারপুরেরই পূর্বাচল এ পি নগরে। আর নরেন্দ্রপুর আর কে মিশনের ছ'জনের একজন থাকে সোনারপুরে বাকি পাঁচ জনের কারোর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানে, কারোর বাড়ি ধুবুলিয়ায় হলদিয়ায়, দু'জনের তমলুকে।

এবছর মাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ের ফলাফল সবচেয়ে খারাপ। রাজ্যে ইংরেজি বিষয়ে এএ (৯০ – ১০০) পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯,৯২২ জন। আর রাজ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে ভূগোল বিষয়ে এএ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৯,৯৯৪ জন। রাজ্যে বাংলা বিষয়ে এএ পেয়েছে ১৮,৪৩৩ জন ছাত্রছাত্রী। অঙ্কে এএ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২,৮৩২ জন। জীবন বিজ্ঞানে এএ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮,৬৮৪ জন, ভৌত বিজ্ঞানে এএ পেয়েছে ১৪,৪১৫ জন এবং ইতিহাস বিষয়ে পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪,৭১৬ জন। এবার ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে মোট ১,১৮,৪১১ জন ছাত্রছাত্রী। এএ(৯০ –১০০) গ্রেড পেয়ে পাস করেছে ৯,৯৬১ জন (১.০৯ শতাংশ)। এ+(৮০ – ৮৯) গ্রেড পেয়ে পাস করেছে ২৪,৬৪৩ জন(২.৭০ শতাংশ)। আর এ গ্রেড পেয়ে পাস করেছে ৮৩,৮০৭ জন। শতাংশের হিসেবে যা ৯.১৮ শতাংশ। এবার ১১ হাজার ৩৮ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলাপ করে। কিন্তু পরীক্ষা দেয় নি।

বার্তা

বই প্রকাশ : সম্প্রতি ইন্দুমতি সভাগৃহে নেতাজি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাস 'মান' বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। ড.দীপায়ন পালের লেখা বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছিলেন অভিনেতা জীবেশ ভট্টাচার্য, প্রকাশক, সাহিত্যিক অঞ্জন ভট্টাচার্য ও নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড.জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। বাচিক শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠান বাকশ্রুতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

জলসেবা : চেতলা সেন্ট্রাল রোডের মোড়ে হিন্দ সংঘর পক্ষ থেকে তীব্র দাবদহে পথ চলতি মানুষ এবং জনপরিবহনে কর্মরত সকলকে জল প্রদান করা হয়। শুভম, অভ্র, সঞ্চারী, রিয়া, শ্রীদীপের এই উদ্যোগকে সকলে কুর্নিশ জানায়।

মানবিক : বজবজ থানার উদ্যোগে তপ্ত মানুষকে জল দান কর্মীদের।
ছবি : অরুণ লোধ

দফারফা : ৫০ বছরের ইতিহাসে ভয়ানক গরম,তাপমাত্রা প্রায় ৪৩ ছুঁই ছুঁই, গাছ লাগানোর উদ্যোগ সেভাবে না দেখা গেলেও, কাটা হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী। সোনারপুরে। **ছবি :** অভিজিৎ কর

জানা-অজানা সফরে

ফারাক কিছুই নেই, শুধুই কাঁটাতারের বেড়া

দেবাশিস রায়
বাংলাদেশ সফর শেষে ফিরে

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। অনেক যত্নে লেখা কবির এই গানের কথাগুলি শুনলেই বাঙালি আজও মনেপ্রাণে অনুভব করে বঙ্গদেশের আকাশ–বাতাস–মাটির গন্ধ।এসবের যে এক অদ্ভুত মাদকতা রয়েছে।বিদেশবিভুঁইয়ে যেখায় হোক না কেন এই টান উপেক্ষা করার মতো সাধ্যি বাঙালির নেই।কাঁটাতারের বেড়ায় বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়েছে ঠিকই; তবে রাজনৈতিক বিভাজনে দুই বঙ্গের আকাশ, বাতাস আর মাটির গন্ধ আজও অটুট রয়েছে।তাই পশ্চিমবঙ্গ হোক আর বাংলাদেশ; দুই বাংলার বাসিন্দারা যখন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় তখন এক নৈসর্গিক আনন্দ লাভ করে, হয়ে পড়ে নস্টালজিক।এমনই আনন্দ উপভোগের সুবর্ণ সুযোগ আসতেই গত ২৭ জানুয়ারি সাতসকালেই বাংলাদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম।তবে, যতটা সহজেই বলে ফেললাম ব্যাপারস্যাপারটা মোটেই সেরকম ছিল না।সকলেরই জানা যে, একদা অবিভক্ত বঙ্গদেশের অঙ্গ থেকে জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে ঢুকতে হলে এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বর্তমানে বিস্তর ঝক্কি সামলাতে হয়।পাসপোর্ট–ভিসা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে দুই দেশের যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে তবেই প্রবেশের অনুমতি মেলে।এসবই মেনে ২৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে সাড়ে দশটা নাগাদ এরাজ্যের নদিয়া জেলার গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতেই

দেহমনে যেন এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল।জীবনে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দে আবেগে ভেসে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ।এরপর খেতখামার, গ্রামগঞ্জ, শহর, নদীনালা পেরিয়ে শুধুই সামনের দিকে ছুটে চলার নেশায় পেয়ে বসল।দর্শনা থেকে শুরু করে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, কাদিরডাঙ্গা, মাগুরা, ফরিদপুর, ভাঙা, মাদারিপুর, ট্যাকেরহাট, বাজিতপুর, জাজিরা, মাওয়া, ঢাকা, যশোর, ঝিকরগাছা, বেনাপোল ঘুরে ছ'দিনের বাংলাদেশ সফর শেষ হল।কখনও প্যাডেলভ্যান তো কখনও ঝাঁ চকচকে ভলভো বাস, কখনও লেগুনা(একধরনের ছোটো গাড়ি) তো কখনও প্যাডেল রিকশয় সওয়ারি।আবার মাঝেমধ্যেই মাঠঘাটের বুক চিড়ে চলে যাওয়া মাটির রাস্তা ধরে মাইলের পর মাইল হেঁটে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে ডুব দিয়েছিলাম।আধুনিকতার আতিশয্যে সাজানো ঝলমলে একাধিক শহরে কংক্রিটের জঙ্গলে অহরহ ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি সবুজে সবুজে মোড়া প্রত্যন্ত গ্রামে টিনের চালে ছাওয়া অতি সাধারণ মাটির ঘরে তক্তাপোশে রাত কাটানোর মুহূর্তগুলি সহজে ভোলার নয়।রাজধানী ঢাকা শহরে গগনচুম্বী অসংখ্য অট্টালিকার হাতছানি আর রাজপথের ব্যস্ততা ভুলিনি।এই শহরের জাতীয় মন্দির তথা সুপ্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বর সহ দুর্গামূর্তির অসাধারণ রূপ দু'চোখ ভরে দেখেছি।বাংলাদেশের গর্ব নবনির্মিত সুদীর্ঘ পদ্মাসেতুও নজর কেড়ে নিয়েছে।পথেপ্রান্তরে মন্দির, মসজিদ, গির্জা দেখেছি।লাউড স্পিকারে পাঁচ ওয়াক্ত আজান, মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টাধ্বনী আর প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর

শুনেছি। পাড়ায় পাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির মুগ্ধ করেছে।শহর ছাড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেত থেকে শুরু করে ভুট্টাখেত, পানের বরজ, সারি সারি সুপুরি গাছ, মজে যাওয়া নদীনালা, মাটির রাস্তার মায়াময় রূপ আজও স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছে।তবে, বাজিতপুরে অবস্থিত প্রণব মঠের মনোমুগ্ধকর পরিবেশের আমৃত্যু মনে রাখার মতো।ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ এই বাজিতপুরে ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি এখানকার যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন।পরবর্তীতে এখানেই তিনি একটি কদম্বগাছের নীচে সিদ্ধিলাভ করেন এবং বাজিতপুরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।এখানে প্রণবানন্দজি মহারাজের বসতভিটের অদূরেই তাঁর সিদ্ধপীঠ মন্দির, ধ্যানকুঞ্জ, রাজমঞ্চ, বিশ্রামস্থল, গুম্ফা, ধুনী, স্নানের পুকুর, ব্যবহৃত পালঙ্ক, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি রয়েছে।বর্তমানে বাজিতপুরের মঠটি বিশ্বব্যাপী জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে প্রণব ভক্তদের কাছে তীর্থক্ষেত্র রূপে গণ্য হয়ে উঠেছে।তাই সারাটা বছরই এখানে ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে।দর্শনা, যশোর কিংবা ঢাকা থেকে বড়িশালগামী বাস ধরে বেশ কয়েক ঘন্টার জার্নিতে বাজিতপুর পৌঁছনো যায়।বাজিতপুর প্রণব মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মানবানন্দজি মহারাজ এবং ঢাকা প্রণব মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সঙ্গীতানন্দজি মহারাজের আন্তরিক ব্যবহার এবং আতিথেয়তা জীবনভর মনে রাখার মতো।তাঁরা মঠের বিভিন্ন চত্বর ঘুরে দেখালেন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের কথাও জানা গেল।প্রণবানন্দজি মহারাজের ১৩০তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বাজিতপুর মঠে আগামী ২৩–২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী উৎসব আয়োজনের জোরদার প্রস্তুতি চলছে।বাংলাদেশের কোণায় কোণায় আরও অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাঁদের জন্য সমগ্র বাঙালী জাতি গর্ববোধ করে।সেইসব মনীষীর জন্মস্থানও বাঙালীদের কাছে তীর্থক্ষেত্র সম।তবে, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের একটি বড়ো অংশই হল সড়কপথ এবং জলপথ।এইসব পথে বিভিন্ন পরিবহণে যাতায়াত খরচ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ।সেইসঙ্গে থাকা এবং খাওয়াতেও বেশ টাকা ব্যয় হয়।তবে, রেখেঢেকে চলতে পারলে মাথা পিছু হাজার দশেক টাকায়(বাংলাদেশি মুদ্রা) ৩–৪ দিনের সাধারণ ভ্রমণ অনায়াসেও সম্পন্ন হতেই পারে।যদিও অজানাকে জানার ইচ্ছে এবং পড়শী দেশে বিদেশ ভ্রমণের অনাবিল স্বাদ পাওয়ার জন্য কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।আর সেখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের হাতছানিকে উপেক্ষা করা তো একপ্রকার দুঃসাধ্য।তাই যখন ঢাকা–কলকাতা বাসে বাড়ি ফেরার পথে উত্তর চব্বিশ পরগণার পেট্রাপোল সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছি তখন পিছনপানে তাকিয়ে মনে মনে বলেই উঠলাম 'আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে, এই বাংলায়'!

মাঙ্গলিকী

প্রেমের দিবারাত্রি কাব্য আলাপ

ড. শঙ্কর ঘোষ : চাকরি শহরের অনতিদূরে মাথাগোজার ঠাঁই পাওয়া লটারি জেতার মত। কিন্তু সেই ঠাঁই যখন সম্পর্কের আনাচে–কানাচে ছায়াপাত করে, তখন কেমন অবস্থা হয়, তারই টুকরো টুকরো দৃশ্যে চিত্রায়িত ছবির নাম আলাপ । পরিচালক প্রেমেন্দু বিকাশ চাকি ইতিমধ্যেই আমাদের বেশ কয়েকটি রোমান্টিক কমেডি উপহার দিয়েছেন। সেই তালিকায় যথারীতি স্হান করে নিয়েছে এই আলাপ ছবিটি। অযথা শ্ল্যাং শব্দের বাড়াবাড়ি নেই।টিসুম টিসুম নেই।আছে কিছু মিষ্টি মধুর মুহূর্ত। গল্পের মধ্যে অযথা জট নেই। রুম শেয়ার য়ে গল্পের বিস্তার ।মজার মজার দৃশ্য আছে সেই সব জায়গায়।

অদিতি (মিমি চক্রবর্তী) এবং পাবলো (আবির চট্টোপাধ্যায়) সামনা সামনি কেউ কাউকে দেখেননি। তবে এই অনুপস্থিতিতেও একজন আরেকজনের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। ছোট ছোট চিরকুটে নিত্যদিন সেইসব মুখে না বলা কথা শেয়ার। ক্রশ ওয়ার্ড পাজল সলভ করা। পাবলোর বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী বা পাবলোর বাবা–মা এই সম্পর্ক নিয়ে যথারীতি দ্বিধাগ্রস্থ। সম্পর্ক যখন মুখোমুখি হওয়ার মুখে ঠিক তখনই গল্পে আমদানি পাবলোর হবু স্ত্রী স্বাতিলেখার (স্বস্তিকা দত্ত)।

ঘটনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ফ্লোটেলে এক সেমিনারে। তবে কি করবেন পাবলো? কাকে বেছে নেবেন জীবনে? সেটুকু উহ্যই থাক। ছোট ছোট অনেক ঘটনা বা মুহূর্ত আছে যা রসে ভরপুর। আরো জমতো যদি মূল চরিত্রগুলি ছাড়া পার্শ্বপ্রধান চরিত্রগুলি সমান সংগত করতে পারতেন। এখানে পরিচিত দাপুটে কিছু শিল্পীর উপস্থিতি কাম্য ছিল। তাই সেই সব রসের জায়গাগুলি ব্ল্যাঙ্ক মনে হয়েছে। ছবি জমিয়ে রেখেছেন আবির চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তী। চরিত্রোপযোগী চুটিয়ে অভিনয় করেছেন তাঁরা। স্বস্তিকা দত্তের অভিনয় মনে ধরে যায়। ছবির দ্বিতীয়ার্ধের শেষটুকু একটু দীর্ঘায়িত। ফিরে ফিরে এসেছে দিবারাত্রি কাব্য গানটি। সেটিও সুর ও গায়কীর জন্য ভালো লেগে যায়। এমন সুন্দর ছবি উপহার দেয়ার জন্য প্রেমেন্দু বিকাশ চাকি অবশ্যই ধন্যবার্হ।

বই প্রকাশ

সমাজ ও সংসারে ভারসাম্য বজায় রাখার গোপন মন্ত্র এবার দুই মলাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়ের পরে দুটি পথ। হয় সুখী, নইলে দার্শনিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে মনে হয় দার্শনিকের সংখ্যাই বেশি। যদিদং হৃদয়ং মম মন্ত্র আর গাঁটছড়া বাঁধার সঙ্গে সুখী হওয়ার মন্ত্রটাও যদি দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো এত পরিবারের ভাঙ্গন হত না। সেই মন্ত্রই দিচ্ছেন শ্রী নিতাই দাস। আইআইটি থেকে প্রযুক্তিবিদ হয়েছেন। তবে বেছে নিয়েছেন আধ্যাত্মিক পথ। যুক্ত হয়েছেন ইসকনের সঙ্গে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাঁকে যন্ত্র গড়ার কারিগরি বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে করেছে সুখী মানুষ গড়ার কারিগর। তাই তিনি লিখেছেন দ্য স্যাক্রেড নট নামের বইটি। রবিবার, ২৮ এপ্রিল যেটি প্রকাশিত হল নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে।

গাঁটছড়া বাঁধনের সময় যে উচ্ছ্বাস থাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। জীবনে সেই আনন্দ ধরে রাখার পাঁচটি উপায় বলে তা ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী নিতাই দাস। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈবাহিক জীবনকে দেখেছেন তিনি। আলোকপাত করেছেন সুখী দাম্পত্যের উপরে।

সময়ের সঙ্গে ব্যস্ততা বেড়েছে। সমাজও বদলেছে। ঘরে–বাইরে কাজের ধরন বদলেছে। প্রতিযোগিতা, চূড়ান্ত বৈপরীত্য আর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর নিয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলা দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে পরিবারেও। বিয়ের পরে পরিবার ছেড়ে স্বামী–স্ত্রীর নতুন আস্তানা খোঁজা যেন রুটিন হয়ে গেছে। পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তার যে ঐতিহ্য আমাদের সমাজে আবহমান কাল ধরে ছিল তার উত্তরাধিকার পাওয়ার উপায় আধ্যাত্মিক পথ। সেই পথই দাম্পত্যজীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন উনি।

বইটা শুরু হয়েছে অনেকটা এইভাবে, বিয়ে বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এটি দুটি হৃদয়ের গাঁটছড়ার বন্ধন যা পরস্পরকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করার বিনিসুতোর বন্ধন। তাহলে একে অপরকে মানিয়ে নিলে বৈবাহিক জীবনের সব দ্বন্দ্ব–বৈপরীত্য–লড়াই কি থেমে যাবে? বিয়ের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জীবন থেকে কেন দাম্পত্যপ্রেম হারিয়ে যায়? এমন প্রশ্ন তুলেছেন লেখক নিজেই। তারপরে দাম্পত্য জীবনের মূল তিনটি মৌলিক প্রযোজন ব্যাখ্যা করে সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। সারা জীবন ধরে ত্যাগ স্বীকার আর মিলেমিশে থাকতে থাকতে জীবনটাকে বোঝা করে ফেলা এর সমাধান নয়, সুখী দাম্পত্যের জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা। গৃহীর নিজস্ব ধর্ম আছে, সেই পথেই তারা আনন্দের সন্ধান করতে পারে। দাম্পত্য জীবনের অঙ্গ হল সন্তানকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে লালনপালন করা, সমাজজীবনে সক্রিয়তার মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বাঁচা আর জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে নিজের মধ্যে থাকা ঐশ্বরিক ভাবের প্রতিফলন ঘটানো যায়।

আইআইটি খড়্গপুর থেকে ইলেকট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন শ্রী নিতাই দাস। গত এক দশক ধরে অনুপ্রেরণা প্রদানকারী সেমিনার ও তাঁর লেখা বই অসংখ্য মানুষকে প্রেরণা দিয়ে আসছে। দাম্পত্য জীবন কীভাবে সুখের হয় এবং সেই জীবনে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এব্যাপারে তিনি বহু মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর আগের লেখা বই দুটি হল, সিক্রেট সূত্রাস অফ এ সাকসেসফুল, স্ট্রেস–ফ্রি অ্যান্ড স্যাক্রেড লাইফ ও রেজোনেট উইথ ডিভিনিটি"। জীবনে প্রশান্তি ও ইতিবাচক ভাবে পূর্ণ সফল জীবনের বাস্তবিক অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে এই দুটি বইয়ে।

বাসন্তীতে রামনবমী উৎসব ও শীতলা পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : সম্প্রতি শেষ হল শতাব্দী প্রাচীন রামনবমী দোল উৎসব ও শীতলা পুজো। গত বছরের ন্যায় প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর পঞ্চায়েতের রাধারানীপুর মাঝেরপাড়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে সম্প্রতি ১০ দিনের এই শতাব্দী প্রাচীন মেলা শুরু হয়েছিল।মেলায় শীতলা পুজো, রামনবমী দোল উৎসবের পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছিল হারিয়ে যাওয়া যাত্রাপালা,শীতলা গান,বাউল,লোকগীতি সহ অন্যান্য ভিন্ন ধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার শেষলগ্নে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা তথা জেলাপরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল,বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন পট্টনায়েক সহ অন্যান্যরা। ১০ দিনের শতাব্দী প্রাচীন রামনবমী দোল ও শীতলা পুজো উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন এই মেলার মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট গুণীজনদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভ পদার্পণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ শ্রী রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি বেনি পাল উদ্যানে শুভ পদার্পণ উপলক্ষে বার্ষিক পদার্পণ উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল আরতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারপর সানাই বাদন । বেদপাঠ ও স্তবগান করেন সিথি রামকৃষ্ণায়ণ, চণ্ডীপাঠ করেন বাসুদেব চৌধুরী, শ্রীশ্রী কথামৃত পাঠ করেন স্বামী গত ভয়ানন্দজী মহাবাজ সহ সচিব রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বরানগর, এই উপশম্যে বিশেষ পূহ্যে হোম ও উপস্থিত ভক্তরা অঞ্জলি প্রদান করেন। অসংখ্য মানুষকে ভোগ বিতরণ করা হয়। তারপর উক্তিমূলক সাটীত পরিবেশন করেন তপন বনিক, অনুপম চক্রবর্ত্তী, সৌভিক দত্ত তখনা নহরা সরোচিষ চ্যাটার্জী বাউল সাবীতে সুকুমার বাউরী ও সম্প্রদায়, শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন স্বামী শিবার্ধীশানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন আসুন নরেন্দ্রপুর, বিকেল ৪ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রী কমল কর্মকার। মঞ্চে স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী চিদরূপানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ বিনি পাল উদ্যান সিঁথি । অনুষ্ঠানের সভাপতি আসন গ্রহণ করেন শ্রীমদ স্বামী মৃত মুক্ত নন্দ জি মহারাজ অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঞ্চ বাগবাজার । বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞাননোফান নন্দজী অছি পরিষদ সদস্য সচিব স্বামী বিবেকানন্দ শৈতিক নিবাস এবং কালচারাল সেন্টার, ও শ্রীমদ স্বামী সুপর্ণা নন্দ জি মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক। বীর্যপাত মহারাজ দেব বক্তা উপস্থিত ভক্ত মন্ডলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন স্বামী মহা নিত্যানন্দ মহারাজ সন্ধ্যা আরতি পর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক কংস বধ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন স্বামী মহামৃতানন্দজী মহারাজ ও শিব শংকর ভৌমিক।। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সিঁথি বেনিপাল উদ্যানের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী চিদরূপানন্দজী মহারাজ ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

পূর্ব গাজীপুর মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে মায়ের পূজা ও বাৎসরিক অনুষ্ঠান

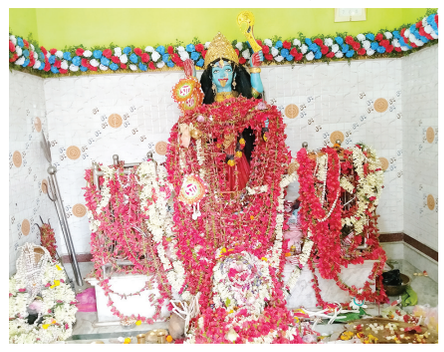

অভিজিৎ হাজরা, আমতা: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভার অধীন আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত পূর্ব গাজীপুর মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের ৭ ম বার্ষিক মায়ের পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল পূর্ব গাজীপুর মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম কমিটির পরিচালনায়। দুদিন ব্যাপী এই পূজা ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডালিতে ছিল শীতলা মায়ের পূজা, কালী মায়ের পূজা। এই উপলক্ষে ছিল অঙ্কন, নৃত্য, যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা। ছিল অতিথি বরণ, স্বাগত ভাষণ, বস্ত্র বিতরণ, আতস বাজির আলোকমালা, পূজা পাঠ, হোম যজ্ঞ, দেবারতি, অন্নকূট উৎসব। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সৃজনশীল নৃত্যানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান। মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম এর চর্তুসীমার মধ্যে চারিদিকে আছে নারায়ণ মন্দির, শীতলা মাতার মন্দির, কালী মন্দির, শিব মন্দির, শনি মন্দির। আছে কৃষ্ণ–সারথী, কালীয় দমন দৃশ্য। শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিনোদন মূলক রাইড। দুই দিন ব্যাপী মায়ের পূজা ও বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০২৪ এ উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক নির্মল মাজী, সমাজসেবী বিমল দাস, তুষার কর সিনহা, স্বপন মন্ডল, দীনবন্ধু মন্ডল, গৌর মাইতি, সঞ্জীত মন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বজবজ কলেজে দুইদিন ব্যাপী বইমেলা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী: বজবজ কলেজের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী বইমেলা–২০২৪ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন বজবজ কলেজের সভাপতি বিধায়ক অশোক দেব এবং অধ্যক্ষা ডঃ দেবযানী দত্ত। উদ্বোধনী ভাষণে অশোক দেব বলেন যে, বজবজ কলেজের নিজস্ব গরিমা আছে। সেই গরিমাকে সঙ্গী করে এই জাতীয় নানা উদ্যোগের মাধ্যমে বজবজ কলেজকে ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ জগতে সবকিছুর শেষ থাকলেও বিদ্যার শেষ নেই, বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনী ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। পাইকপাড়া বুক হাউসের কর্ণধার দেবব্রত মণ্ডল বলেন, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বইয়ের সখ্যতা বাড়াতে এই ধরণের বইমেলা খুবই প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী, তাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, অধ্যক্ষা ডঃ দেবযানী দত্ত বলেন, এই তীব্র দাবদাহের মধ্যেও তাঁর কলেজের এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই বইমেলা উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছে, বজবজ কলেজের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বৃন্দের সমবেত সহযোগিতায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। সকলের সামগ্রিক পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বজবজ কলেজ বইমেলা আগামী দিনে সাফল্যের সঙ্গে বৃহত্তর রূপ নেবে বলে তিনি আশাবাদী।

ইন্টার স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙ্গায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিশু কিশোর নাট্য চর্চার তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সংস্থার বহুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ গরমের ছুটিতে ইন্টার স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ, যা গত কুড়ি বছর ধরে চলছে।

গত ২২ এপ্রিল এই কর্মশালার সূচনা হয়, গোবর ডাঙ্গা শ্রীচৈতন্য হাই স্কুলে । প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মশালার সূচনা করেন কাউন্সিলর বাসুদেব কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী মিহিরলাল চক্রবর্তী, সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। গোবরডাঙ্গা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ১০টি বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছাত্র ছাত্রী এই কর্মশালায় অংশ নেয়। ছাত্র ছাত্রীরা কন্সেন্ট্রেশন, ইমপ্রভাইজেশন ইত্যাদি নানান খেলার মাধ্যমে চারটে নাটক প্রস্তুত করে। যে নাটক গুলো প্রকৃতি ও সমাজের আবক্ষয়ের কথা বলে। ছোটদের এই ভাবনা বড়দের ভাবায়। শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল ছাত্র ছাত্রীরা নাটক গুলি মঞ্চস্থ করে। নাটক গুলি দর্শকদের প্রশংসা পায়।

শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, নিরেশ ভৌমিক, লেখক পলাশ মণ্ডল , আলোকানন্দ বসু প্রমুখ। পড়াশুনার পাশাপাশি শিশুদের নাট্য শিক্ষায় নিয়োজিত করতে এই কর্মশালার প্রশিক্ষক তথা পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য অভিভাবকদের আবেদন জানান।

তালপাতার হাতপাখা বানিয়ে ৪০ বছর ধরে চলছে জীবিকা নির্বাহ

কুনাল মালিক, বজবজ: অতীতে গরমকাল পড়লেই তালপাতার পাখা কেনার একটা হিড়িক পড়তো। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে বৈদ্যুতিক পাখা এয়ারকন্ডিশন মেশিন এর ব্যাপ্তির পর তালপাতার পাখা হারিয়েছে তার কৌলিন্য। তবুও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মায়াপুর অঞ্চলের কয়েক ঘর মানুষ এখনো তাদের প্রাচীন কুটির শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সযত্নে। মায়াপুরের শেখ পাড়ার হাজাম পাড়ায় মনিরুল শা দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই হাতপাখা বানিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। সম্প্রতি ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল তার স্ত্রী পাখায় রং করতে ব্যস্ত। আগে এই অঞ্চলে ঘরে ঘরে মানুষ পাখা বানাত এবং তখন পাখার কদরও ছিল। এখন কমতে কমতে ৩–৪ ঘর ঠেকেছে যারা এই পাখা বানায়। মনিরুল বাবু জানালেন, আমাদের এখানে ভালো তালপাতা পাওয়া যায় না। তাই বাঁকুড়া থেকে তালপাতা কিনে আনতে হয়। ৪০ জন শ্রমিক আছেন যারা বাড়ি বাড়ি অন্যান্য কাজ করে দেন পাখার। তবে বিয়ে বাড়ি এবং পুজোর সময় আমাদের পাখার চাহিদা বেড়ে যায়। পাখাটিকে তখন থীমের বিষয়বস্তু হিসাবে কাজে লাগানো হয়। আমি কলকাতার বড়বাজারে পাখা পাইকারি হিসেবে বিক্রি করে আসি। মল্লিক পাড়ার নুরুল হক জানালেন, আগে আমাদের বংশ–পরম্পরায় এই হাতপাখা বানানোর ব্যবসা ছিল। ২০০০ সাল থেকে এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য কাজ করি। কারণ এখন আর তেমন বাজার নেই। এই অঞ্চলের অন্যতম পাখার কারিগর ছিলেন শাজাহান মল্লিক। তার বানানো পাখা নাকি কলকাতার শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় যেত। তিনিও সেই ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। মনিরুল বাবু জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির শিল্প দপ্তর যদি আমাদের বিষয়টি দেখতেন তাহলে আমাদের ব্যবসার সুবিধা হতো।

বজবজ–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল দাস এর সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। তবে ওই সমস্ত পাখার কুটির শিল্পীদের যদি কোন সমস্যা থাকে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত এবছর অত্যন্ত গরম পড়ায় এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পাখা শিল্পীদের মুখে হাসি ফুটেছে। বিক্রিও ভালোই হচ্ছে।

এবারের আইএসএলে সেরা পাঁচ ভারতীয় তারকা

এবার দেশের এক নম্বর ফুটবল লিগে ভারতীয় ফুটবলারদের করা গোলের সংখ্যা অন্যান্য বারের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। লিগ পর্বে যে ৩৫২টি গোল হয়েছে, তার মধ্যে ১২৩টি করেছেন ভারতীয় ফুটবলাররা। তিনজন ভারতীয় তারকা তাঁদের দলের দশটিরও বেশি গোলে অবদান রেখেছেন, যা এর আগে কোনও মরসুমে দেখা যায়নি। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেরা পাঁচ

লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে
মুম্বই সিটি এফসি

গত দু'মরসুম ধরেই এ দেশের অন্যতম সেরা উইঙ্গারের জায়গাটা ধরে রেখেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে। তবে এবারে তিনি একধাপ এগিয়েই গিয়েছেন। এবার দলের ১৩টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। সাতটি গোল নিজে করেছেন ও ছ'টি করিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে তাঁর গোল অবদানই সবচেয়ে বেশি। অন্যদের মধ্যে বিক্রম প্রতাপ সিং দশটি গোলে অবদান রেখেছেন এবং মোনবাগানের মনবীর সিংও একই সংখ্যক গোলে অবদান রেখেছেন। মুম্বই সিটি এফসি-র প্লে অফে ওঠার পিছনে ছাঙতের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সব মিলিয়ে ৩৫টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন তিনি, যা মনবীরের চেয়ে দু'টি বেশি। অবশ্য ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের (৫৬) চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোলও তাঁরই। তবে একই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন তাঁর সতীর্থ বিক্রমপ্রতাপও। এ মরশুমে এ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের বক্সে মোট ৯১বার বল ছুঁয়েছেন ২৬ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। এই ব্যাপারে তিনি নোয়া সাদাউই (১৪৬) ও কার্লোস মার্তিনেজের (১০১) পরেই রয়েছেন ছাঙতে। ড্রিবলের সংখ্যাতেও (৬৭) তিনি ভারতীয়দের মধ্যে দু'নম্বরে রয়েছেন, জিথিন এমএসের (৭০) পরেই। এর মধ্যে তাঁর ৩০টি ড্রিবল সফল হয়েছে।

বিক্রম প্রতাপ সিং
মুম্বই সিটি এফসি

এবারের আইএসএলের নয়া আবিষ্কার বলা যেতে পারে বিক্রম প্রতাপ সিংকে। যদিও এই নিয়ে আইএসএলে চতুর্থ মরসুম খেলছেন তিনি। তবে এ বারের মতো উন্নত পারফরম্যান্স আর কোনও বার দেখা যায়নি। লিগ পর্বে মোট সাতটি গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন তিনটিতে। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল তাঁর ও ছাঙতের। দলের গোল অবদানে ভারতীয়দের মধ্যে ছাঙতের পরেই তিনি। সাতটি গোলই তিনি করেছেন বক্সের মধ্যে থেকে, যা এক রেকর্ড। যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, তাতে প্রতি ১৫৩ মিনিট অন্তর একটি করে গোল করেছেন তিনি। আইএসএলের ইতিহাসে আর কোনও ভারতীয় এত ঘন ঘন গোল করতে পারেননি।

শট কনভারশন রেটেও তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে। তাঁর লক্ষ্যে থাকা শটের ২১.৯% গোলে পরিণত করতে পেরেছেন বিক্রম, যা আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় (যারা অন্তত দশটি শট গোলে রেখেছেন)

এই লিগে করতে পারেননি। এ বারের লিগে একটি হ্যাটট্রিকও রয়েছে তাঁর, যা তিনি করেন গত মাসে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ২১ বছর ৭৩ দিন বয়সে হ্যাটট্রিক করেছিলেন মোহনবাগানের কিয়ান নাসিরি। বিক্রম হ্যাটট্রিক করেন ২২ বছর ৫৬দিন বয়সে। অর্থাৎ, এই ব্যাপারে কিয়ানের পরেই রয়েছেন তিনি।

মনবীর সিং
মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট

বেশি গোল করতে না পারলেও যে ভাবে একের পর এক গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি, তাতে মনবীর সিংকে এখন অনেকেই ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম সেরা কার্যকরী খেলোয়াড় বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এবারের লিগে নিজে তিনটি গোল করেছেন ও সাতটি গোলে প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছেন মনবীর সিং, যা তাঁর আইএসএল কেরিয়ারের মোট (১৫) অ্যাসিস্টের প্রায় অর্ধেক। এই মরসুমে তিনি সব মিলিয়ে ৩৩টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন, যা তাঁর দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা দিমিত্রিয়স পেট্রাটসের (৫২) পরেই। সবচেয়ে বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করা ভারতীয় ফুটবলারদের তালিকায় মনবীর রয়েছেন চার নম্বরে। লিগ পর্বে প্রতিপক্ষের বক্সে তিনি ৯২ বার বলে পা লাগিয়েছেন। এই ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছাঙতের পরেই রয়েছেন এবং সব মিলিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। এই ব্যাপারে সবুজ-মেরুন শিবিরে জেসন কামিংসের (৮০) ঠিক ওপরেই রয়েছেন তিনি।

শুভাশিস বসু
মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট

এই নিয়ে আইএসএলে সাত নম্বর মরসুমে খেলছেন ২৮ বছর বয়সী শুভাশিস বসু। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার এবারের লিগে যতটা সময় মাঠে ছিলেন, আর কোনও ফুটবলারই (আউটফিল্ডার) এত সময় মাঠে থাকতে পারেননি। সব মিলিয়ে ১৯৪২ মিনিট মাঠে ছিলেন তিনি। তার চেয়ে বেশি মাত্র দু'জন ম্যাচটাইম পেয়েছেন, দুজনই গোলকিপার বিশাল কয়েথ (১৯৮০) ও গুরপ্রীত সিং সান্ধু (১৯৮০)। শুভাশিস শুধু যে রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তা নয়, আক্রমণেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সব মিলিয়ে ১০৯৯টি পাস খেলেছেন শুভাশিস। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাস করেছেন তিনিই। যার মধ্যে ৮৫৩টি ছিল সফল পাস এবং ১৯৯টি পাস ছিল ফাইনাল থার্ডে। সফল পাসের ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন দু'নম্বরে, চিংলেনসানা সিংয়ের (৮৫৬) পরেই। ফাইনাল থার্ডে বাড়ানো পাসের সংখ্যাতেও তিনি দুই নম্বরে, জয় গুপ্তার (২১৮) পরেই। ৫৭টি ট্যাকল ও ২১টি ব্লক করেছেন তিনি। একাধিক অবধারিত গোলও বাঁচিয়েছেন। তাঁর চেয়ে বেশি ট্যাকল এ বারের লিগে আর কেউ করেননি। এর মধ্যে ৩২টিতে তিনি সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর ২১টি ব্লকও এ মরশুমে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সব মিলিয়ে তৃতীয়, রায়ান এডওয়ার্ডস (২৮) ও হিজাজি মাহেরের (২২) পরেই।

ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ
এফসি গোয়া

এই মরসুমে তিনি খুব বেশি অ্যাসিস্ট করতে পারেননি ঠিকই, মাত্র চারটি অ্যাসিস্ট করেছেন। কিন্তু এ মরসুমে তিনি আইএসএল কেরিয়ারে ২৫টি অ্যাসিস্টের মাইলফলক পেরিয়ে এসেছেন, যা ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম। তবে দলের হয়ে যে পরিমান গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। এ মরশুমে ৫৪টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন তিনি। আর কোনও ভারতীয় ফুটবলার এত গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। একমাত্র মাদি তালাল (৫৭) তাঁর চেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করতে পেরেছেন। পেট্রাটস ৫২টি এবং আহমেদ জাহু ও রাফায়েল ক্রিভেলারো ৪২টি করে সুযোগ তৈরি করেছেন।প্রতিপক্ষের পেনাল্টি এরিয়ায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সবার আগে। মোট ১৬৭ বার পেনাল্টি এরিয়ায় প্রবেশ করেছেন, যা এই তালিকায় চার নম্বরে। এ মরসুমে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সফল ক্রস সরবরাহের তালিকাতেও তিনি রয়েছেন দু'নম্বরে। মোট ৪১টি সফল ক্রস তুলেছেন ব্র্যান্ডন, যা পেট্রাটসের ৪২টি সফল ক্রসের পরেই। তাঁর মোট ১৩৩টি ক্রসের চেষ্টাও রয়েছে পেট্রাটস (১৪৩) ও রাফায়েল ক্রিভেলারোর (১৩৬) পরেই।

সৌজন্যে আইএসএল মিডিয়া

মহারাজের দরবারে সহজ জয় বাদশার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহারাজের দরবারে বাদশার জয়। দিল্লিকে সহজভাবেই হারিয়ে হাফডজন জয় তুলে নিল নাইট রাইডার্স। আইপিএলে শেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৭টিতে এমন দেখা গেছে। কি? ম্যাচে দুই ইনিংসের মধ্যে অন্তত একটিতে ২০০ রানের স্কোর। ইডেন গার্ডেনে দিল্লি-কলকাতা লড়াইয়ে তা হয়নি। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী-হর্ষিত রানাদের বোলিংয়ে ৯ উইকেটে ১৫৩ রানে থেমেছে দিল্লির ইনিংস। তাড়া করতে নেমে ২১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে কলকাতা। দিল্লির ইনিংসে কোনো ফিফটি নেই। টপ অর্ডার উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। নয় নম্বরে নামা বাঁহাতি কবজির স্পিনার কুলদীপ যাদব ২৬ বলে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন। ১৩.৩ ওভারে ১০১ রানে ৭ উইকেট দিল্লি যখন ধুঁকছিল, তখন কুলদীপ নেমে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ইনিংসটি সাজান। অধিনায়ক ঋষভ পন্তের ব্যাট থেকে এসেছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭। এর আগে ১৩ ওভারের মধ্যে ১০০ রান তুলতেই ৭টি উইকেট হারায় দিল্লি। ইনিংসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ওভারে যথাক্রমে পৃথ্বী শ, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ও শাই হোপকে হারিয়ে চাপে পড়া দিল্লি আর হাত খুলে ব্যাট করতে পারেনি।স্বল্প রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু পেয়েছে কলকাতা। ৬.১ ওভারে সুনীল নারাইন আউট হওয়ার আগে ফিল সল্টের সঙ্গে তুলেছেন ৭৯। অবশ্য এই জুটিতে সল্টের একার অবদানই ২৮ বলে ৬০। নারাইন ১০ বলে ১৫ রান করে আউট হন।৫ ছক্কা ও ৭ চারে ৩৩ বলে ৬৮ রান করা সল্ট ৯ম ওভারে দিল্লির স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের 'আর্ম' বলে বোল্ড হন। চতুর্থ উইকেটে কলকাতা অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার (৩৩*) ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (২৬*) অবিচ্ছিন্ন ৫৭ রানের জুটিতে ভর করে জিতেছে কলকাতা। ৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় কলকাতা। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ দিল্লি।

বিশ্বকাপ দলে ফিরলেন ঋষভ পন্থ-সঞ্জু, নেই রাহুল-রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই শিশুকে দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে চমকে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতও নিজেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড একটু অভিনবভাবে ঘোষণা করল। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সোশাল মিডিয়ায় 'এক্স'-এ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনের টাইমস স্কোয়ারের একটি ছবি পোস্ট করেছে বিসিসিআই। সেই ছবির সুউচ্চ ভবনের দেওয়ালে গ্রাফিকসের মাধ্যমে স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের নামগুলো বসানো হয়েছে। যেখানে নেই লোকেশ রাহুলের নাম। আছে ঋষভ পন্থ, শিবম দুবে ও সঞ্জু স্যামসন। রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক ও হার্দিক পান্ডিয়াকে সহ অধিনায়ক বানিয়ে ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানের

বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা না পাওয়া স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালকে ফেরানো হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। এবার আইপিএলে দারুণ বোলিং করায় বিশ্বকাপ স্কোয়াডে চার স্পিনারের একজন হিসেবে চাহালকে বিবেচনা করেছেন ভারতের নির্বাচকেরা। স্কোয়াডের বাকি তিন স্পিনার—বাঁহাতি কবজির স্পিনার কুলদীপ যাদব, বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। অবশ্যই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ স্পিন আক্রমণ।স্কোয়াডে বিশেষজ্ঞ পেসার তিনজন—জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং। সিম বোলিংয়ে তাঁদের সঙ্গ দেবেন শিবম দুবে ও পান্ডিয়া। ব্যাটিংয়ে শুবমান গিলকে রিজার্ভ দলে রেখে বাঁহাতি যশস্বী জয়সওয়ালকে ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গিল এবার আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ১০ ম্যাচে ১৪০.৯৭ স্ট্রাইকরেটে ৩৫.৫৬ গড়ে ৩২০ রান করেছেন। আর জয়সওয়াল এবার রাজস্থানের হয়ে ৯ ম্যাচে ২৪৯ রান করেছেন ১৫৪.৬৬ স্ট্রাইকরেটে, গড় ৩১.১৩, সেঞ্চুরি একটি। ওপেনিং জুটিতে রোহিতের সঙ্গে ডানহাতি ও বাঁহাতি সমন্বয় করতেই সম্ভবত জয়সওয়ালকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। রিজার্ভে গিলের সঙ্গে আছেন রিংকু সিং, খলিল আহমেদ এবং আবেশ খান।দুর্ঘটনায় পড়ে দেড় বছর খেলার বাইরে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পন্থ আইপিএলে ফিরেই রান পেয়েছেন। তাঁকে প্রত্যাশানুযায়ীই রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। প্রায় ১৫ মাস পর জাতীয় দলে ফিরলেন পন্থ। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের জায়গায় রাহুলকে পেছনে ফেলে দলে ঢুকেছেন স্যামসন। এবার আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মেও আছেন রাজস্থান রয়্যালসের এই অধিনায়ক। প্রথম ৯ ম্যাচে দলকে ৮ জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি স্যামসন ১৬১ স্ট্রাইকরেটে ৭৭ গড়ে ৯ ম্যাচে করেছেন ৩৮৫ রান।

এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের 'ক্যারাটে ম্যান' প্রিয়াংশু'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অবশেষে প্রত্যাশা পূরণ হল বছর ১৭ বয়সে ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র তথা সুন্দরবনের 'ক্যারাটে ম্যান' প্রিয়াংশু দাসের। এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস্ নাম উঠল। এবার লক্ষ্য ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। 'মেক্সিমাম ক্যারাটে ড্রপ কিকস্ ৩০ সেকেন্ড' ৬৩ বার কিক করে এশিয়া বুক অফ রেকর্ড। রেকর্ড গড়ে এই ক্ষুঁদে ক্যারাটে ম্যান। উল্লেখ্য সমগ্র দেশের মধ্যে এযাবৎ 'মেক্সিমাম ক্যারাটে ড্রপ কিকস্ ৩০ সেকেন্ড' এবার ৫৬ কিক করে রেকর্ড দখলে রেখেছিলেন মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের পারতিয়াস কুমার ঝাঁ। সেই রেকর্ড ভেঙে ৩০ সেকেন্ডে ৬৩ বার কিক করে 'এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস্' জায়গা করে নেয় সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের 'কিং ক্যারাটে ম্যান' প্রিয়াংশু দাস।

উল্লেখ্য,গত ২৭ জানুয়ারি কলকাতার শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের 'কলকাতা কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানসীপ ২০১৯' প্রতিযোগিতা। রাজ্যের মহাদেবী বিড়লা একাডেমী, বিড়লা হাইস্কুল, লরেটো হাউস, লরেটো ইতালির মতো নামজাদা বিদ্যালয়ের মোট ৭০০ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছিল প্রতিযোগিতায়। পাশাপাশি দক্ষিণ

২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্কুল সহ সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের ছাত্র প্রিয়াংশু দাস ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। ২৭০০ প্রতিযোগীর মধ্যে সুন্দরবনের দরিদ্র ফল বিক্রেতার সন্তান প্রিয়াংশু টুর্ণামেন্টে সমস্ত প্রতিযোগিকে পিছনে ফেলে ক্যারাটে বিভাগের 'ওপেন কাতা'য় দ্বিতীয়,'ওপেন ব্ল্যাকবেল্ট ফাইট'এ প্রথম, 'ওপেন টীম ফাইট' চ্যাম্পিয়ান সহ মোট ছটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাফল্য পেয়ে প্রশংশিত রাজ্য সহ সমগ্র দেশে। ২০১৯ সালের প্রতিযোগীতায় উল্লেখযোগ্যভাবে পাঁচটি বিভাগে পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি '২০১৮-২০১৯'বর্ষের সেরা ছাত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়ে পুরস্কার ছিনিয়ে নেয়।

২০২৩ সালের কোয়েম্বাটুরে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় কালারিপাই -২ বিভাগে ৪টি গোল্ড মেডেল পায়। এছাড়াও একই বছর গোয়াতে মারদানী স্পোর্টসে ২ টি গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে। সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের 'কিং ক্যারাটে ম্যান' প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে খুশি ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের জয়েন্ট সেক্রেটারী তথা জাপান ক্যারাটে ইন্ডিয়া'র সভাপতি পরশকুমার মিশ্র। তিনি জানান, 'প্রিয়াংশু যেভাবে পরিশ্রম করে তার জন্য এমনই রেকর্ড প্রাপ্য। সেই রেকর্ড করতে পেরেছে জেনে খুব ভালো লাগছে। প্রিয়াশু আমাদের বাংলার গর্ব এবং বাংলার 'আইকন'। আমি আশাবাদী আগামীতে প্রিয়াশু ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস্ এবং গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলবেই।' উল্লেখ্য বিগত ২০১৯ এ প্রিয়াংশুর প্রতিভা দেখে আর্ন্তজাতিক স্তরের খ্যাত জাপানী ক্যারাটে ট্রেনার সেইজি নিশিমুরা মন্তব্য করে বলেছিলেন 'ছোট্ট প্রিয়াংশু আগামী দিনে অনেক বড় বড় আর্ন্তজাতিকস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ভারতবর্ষের সম্মানকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে সেদিক দিয়ে কোন সন্দেহ নেই'। যদিও এমন সাফল্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি প্রিয়াংশুর বাবা দীপঙ্কর দাস ও মা বনশ্রী দাস। এমনকী সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের 'কিং ক্যারাটে ম্যান' ও কোন মন্তব্য করেনি এতো বড় সাফল্য পাওয়ার পর। তবে আন্তর্জাতিক স্তরে রেকর্ড কবে গড়বে পরিবারের একমাত্র ছেলে সেদিকে চাতকের মতো অধীর আপেক্ষায় তাকিয়ে ক্যানিংয়ের বিদ্যাধরী পাড়ার দাস পরিবার। অন্যদিকে, ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি প্রেমজিৎ সেন প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানিয়েছে, 'প্রিয়াংশু আমাদের বাংলার গর্ব। আশাকরি আগামীতে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছে যাবে।'

শিশুদের সাঁতার শেখাতে দাঁইহাটে স্যুইমিং পুলের দাবি এলাকাবাসীর

দেবাশিস রায় : গ্রাম, নদী আর অসংখ্য পুকুর দিয়ে ঘেরা পুরোনো একটি শহর। সেই শহরের বুকেই এবার অত্যাধুনিক স্যুইমিং পুলের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। মূলত শিশুদের সাঁতার শেখার প্রয়োজনেই এই স্যুইমিং পুলের দাবি। ইতিমধ্যেই দাবিটির প্রতি পুরসভা কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণও করানো হয়েছে। দাঁইহাটের পুর চেয়ারম্যান এই দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই শহর একসময় কাঁসা-পিতল শিল্প, প্রস্তর খোদাই শিল্প সহ বাণিজ্য ক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিল। এখন সেসব অতীত। বর্তমানে শিল্পবিহীন এই শহরের আনাচকানাচ মেঠোজমি, বাঁশবাগান, খানাখন্দ, জলাভূমি আর ঝোপঝাড়ে ভরা। শহরজুড়ে অসংখ্য পুকুর রয়েছে। কোম্পানী পুকুর, ফরিদখানা, বাগারপুকুর, নতুন পুকুর, জুগিরপুকুর, পণ্ডিতপুকুর, শুলিপুকুর, বটপুকুর...। তবে, সংস্কারের অভাবে বেশ কিছু পুকুর মজে যাওয়ার উপক্রম হলেও সেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুর কর্তৃপক্ষের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটা সময় শহরের এই পুকুরেই সারাটা বছর মানুষ স্নান করত। এখন সেসব পুকুরের অধিকাংশই তার স্বাভাবিক পরিবেশটাই হারিয়ে ফেলেছে। একসময়ের টলটলে জলাশয়গুলি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বর্তমানে এঁদোপুকুরে পরিণত হয়েছে। পুকুরজুড়ে আগাছা, নোংরা-আবর্জনা, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, সাপ প্রভৃতির আস্তানা। পাঁকে ভরা ওইসব পুকুরের দূষিত জল গায়ে লাগলে নানাবিধ চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। সাঁতার কাটা আর শিশুদের সাঁতারের পাঠ শেখানো'তো দূরের কথা। বর্তমান প্রজন্মের শহুরে শিশুদের কাছে পুকুরে নেমে সাঁতার কেটে জল তোলপাড় করার মজাটাই স্বপ্নের মতো মনে হয়। ডুবসাঁতার, সোজাসাঁতার, চিৎসাঁতার, ডিগবাজি, দীর্ঘঝাঁপ...আরও কতসব কসরতের মজা। তবে, শরীরকে সামগ্রীকভাবে সুস্থ এবং চাঙ্গা রাখার পাশাপাশি আপৎকালীন অর্থাৎ ডুবন্ত পরিস্থিতিতে

রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাঁতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র সাঁতার না জানার কারণেই প্রতিবছর কত যে তরতাজা প্রাণের সলিলসমাধি ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে ইদানীং অনেক অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানকে সাঁতারের পাঠ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যদিও সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রাথমিক পছন্দ অবশ্যই স্যুইমিং পুল। এইসব অভিভাবক সন্তানের স্বাস্থ্য সহ সার্বিক সুরক্ষার দিক বিবেচনা করেই স্যুইমিং পুলের দিকে ঝুঁকছেন। এবার সেই পথেই সন্তানদের সাঁতারের পাঠ দিতে চাইছেন দাঁইহাটের অভিভাবকদের একাংশও। দাঁইহাট শহরের বাসিন্দা অলোক দাস বলেন, পুকুরের জলে নেমে শিশুদের সাঁতার শেখার মতো পরিস্থিতির এখন আর নেই বললেই চলে। তাই সার্বিকভাবে সুরক্ষিত স্যুইমিং পুলের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে সর্বত্রই। আমাদের পুরোনো পুর শহরেও একটা স্যুইমিং পুল প্রয়োজন। যেখানে শিশুরা সাঁতার শিখতে পারবে। অভিভাবকদের একাংশ দাঁইহাটের পুকুরগুলি যথাযথভাবে সংস্কারকাজ সহ শহরের মাঝে আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত একটি স্যুইমিং পুল তৈরিতে পুরসভার যথাযথ পদক্ষেপের দাবি জানায়।

আঁতস কাঁচে

হতাশ ভক্তরা

এ যেন সান্ত্বনা পুরস্কার। রিজার্ভ বেঞ্চে ঠাঁই হল কেকেআরের ফিনিশার রিঙ্কু সিংয়ের। অথচ ঘটা করে তাঁকে ধরমশালায় ডাকা হয়েছিল টি২০ বিশ্বকাপের ফটোশুটেও। কীসের ভিত্তিতে এই বিশ্বকাপ টি২০-র দল? প্রশ্ন তুলছেন ভক্তরাই। কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক স্বয়ং শাহরুখ খান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, রিঙ্কুর মতো প্রতিভাদের বিশ্বকাপে স্কোয়াডের রাখার জন্য সওয়াল করেন। কিন্তু আগারকরের কমিটি হার্দিক পান্ডিয়ার ওপরই আস্থা রেখেছেন ফিনিশারের ভূমিকায়।

গোল্ডেন জুবিলি

১৯৭৪ সালের ৩০ এপ্রিল ইরানের সঙ্গে যৌথভাবে যুব এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল ভারতীয় দল। ভারতীয় ফুটবলের স্মরণীয় সেই মুহূর্ত কলকাতায় উদযাপন করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেবার ট্রফি জিতে প্রথম কলকাতাতেই পা রেখেছিলেন সাব্বির আলিরা। ইরানের সঙ্গে ফাইনালে ২-২ ড্র হয়। সেই জয়ের গোল্ডেন জুবিলির এই বিশেষ দিনে ঐতিহাসিক ট্রফিজয়ী দলের সদস্যদের বিশেষ সংবর্ধনা দেয় এআইএফএফ।

ওয়ার্কশপ

বাংলার রেফারিদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বড় উদ্যোগ আইএফএ'র। কলকাতা ফুটবল লিগের শুরুর আগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচের রেফারিদের নিয়ে আগামী ১৪ থেকে ১৭ জুন চার দিনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। এই ওয়ার্কশপ পরিচালনা করবেন প্রাক্তন ফিফা রেফারি ইনস্ট্রাক্টর জাপানের ইশিয়ামা নোবুরু।

মানসিক শক্তি

সিনিয়র মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে নামার আগে ফুটবলারদের মানসিক উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মেন্টাল স্ট্রেন্থ ওয়ার্কশপ করলো আইএফএ। আইএফএ অফিসে এই ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন স্পোর্টস মেন্টাল ফিটনেস কোচ মৃণাল চক্রবর্তী। এই ওয়ার্কশপ এ ফুটবলাররা ছাড়াও বাংলার কোচ দীপঙ্কর বিশ্বাস, গোলকিপার কোচ উৎপল মুখার্জি, উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, সহ সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, রাকেশ ঝাঁ।

কোচ রঞ্জন

বাংলার দুই প্রাক্তন ফুটবলার অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পেলেন। সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন,দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই প্রধানের প্রাক্তন কোচ রঞ্জন চৌধুরিকে আর গোলরক্ষক কোচ হলেন সন্দীপ নন্দী। কোচের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। তাদের ইন্টারভিউ হওয়ার পরে নাম ঘোষণা করা হয়।

বৈশালীর মুকুট

গ্র্যান্ডমাস্টার উপাধি পেলেন ভারতের বৈশালী রমেশ বাবু। আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন অর্থাৎ ফিডে ভারতীয় দাবাড়ুকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। কোনেরু হাম্পি এবং হরিকা দ্রোনাভল্লির পর বৈশালী রমেশ বাবু ভারতের তৃতীয় মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন। গত বছর স্পেনে বৈশালী প্রয়োজনীয় ২,৫০০ এল পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। বৈশালীর ভাই, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দও ইতিমধ্যেই গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব পান।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com